ধারাবাহিক উপন্যাস • খেলাধুলো • অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ
বিশেষ সংখ্যা
আনন্দমেলা
সত্যজিৎ রায়ের কাহিনি অবলম্বনে
সম্পূর্ণ শঙ্কু কমিক্স
প্রফেসর শঙ্কু ও
কোচাবাম্বার গুহা
৩টি সম্পূর্ণ
উপন্যাস
ইন্দ্রনীল সান্যাল
অনীশ মুখোপাধ্যায়
নন্দিনী নাগ
৫টি নানা
স্বাদের গল্প
প্রচেত গুপ্ত
ইমদাদুল হক মিলন
অদিতি ভট্টাচার্য
জয়দীপ চক্রবর্তী
অরুণাভ দত্ত
অভিজিৎ
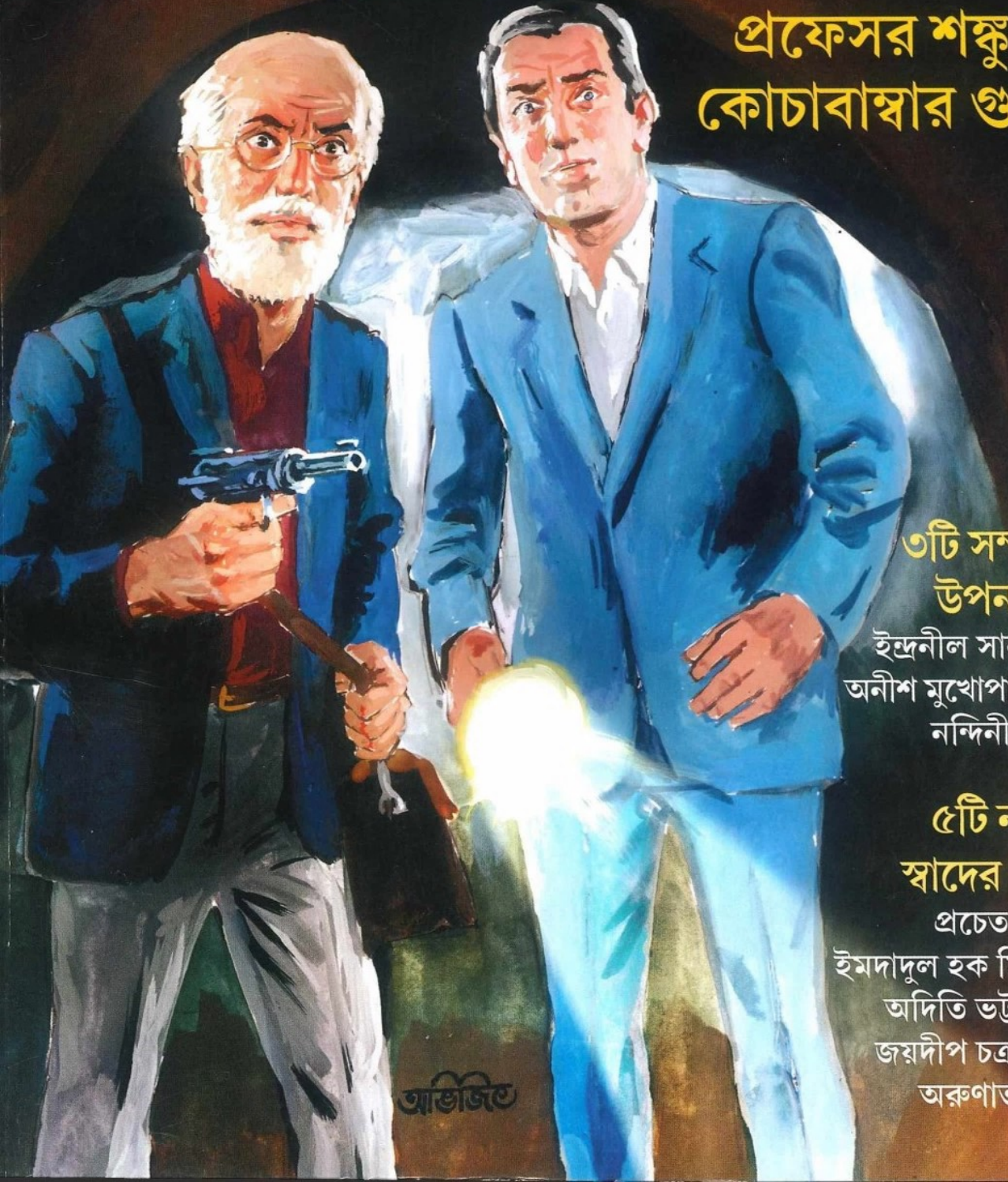
প্রফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা

কাহিনি: সত্যজিৎ রায় চিত্রনাট্য ও ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকম্প কিছুটা কমেছে, অ্যালভ্যারো!
পাহাড়ের এই অংশটা পড়ে যাওয়ায় একটা গুহা দেখা যাচ্ছে।
খুব রিস্কি ভূমিকম্পের পর গুহার ভিতরে যাওয়া... অনেক ক্ষণ লাগবে ওখানে উঠতে।
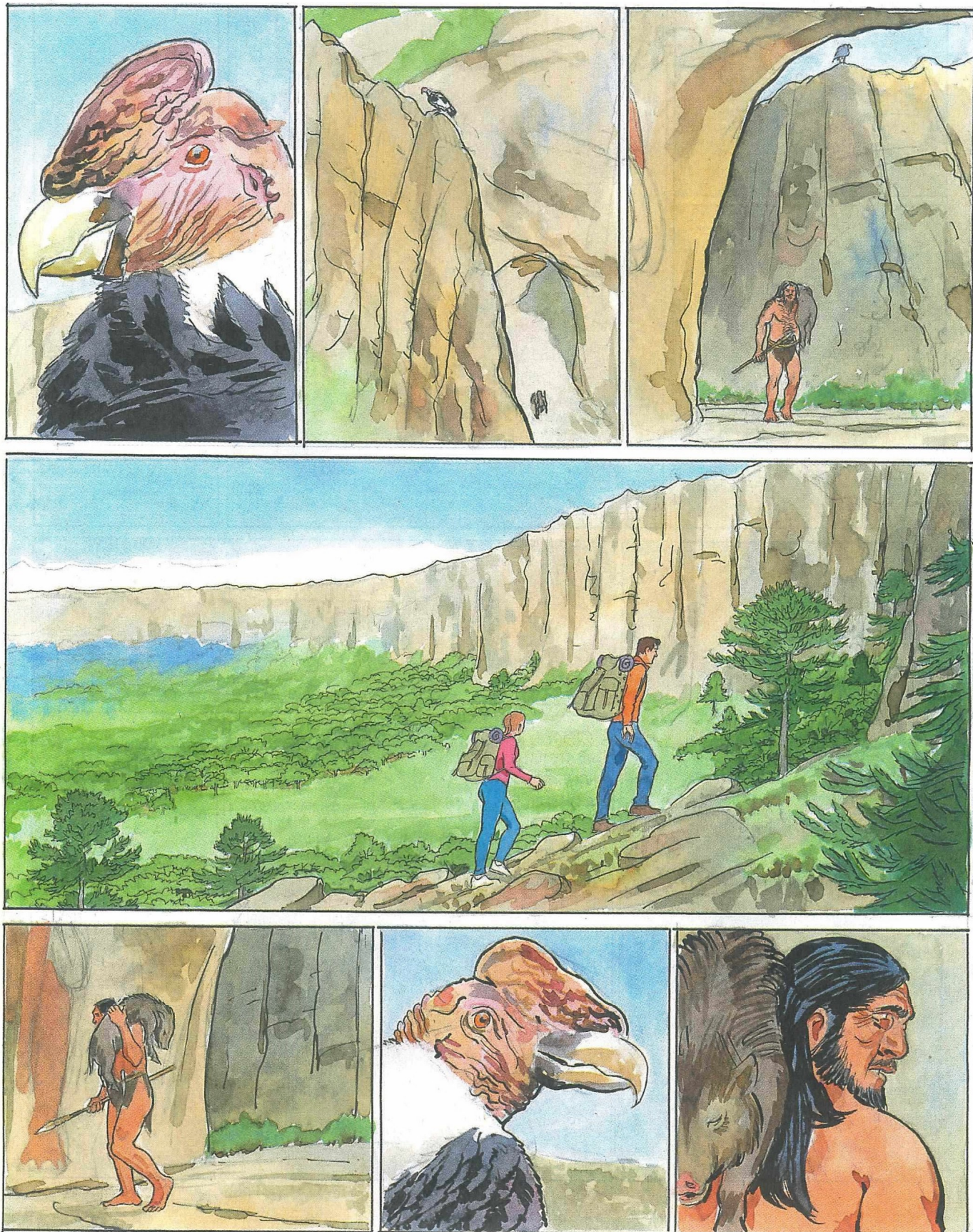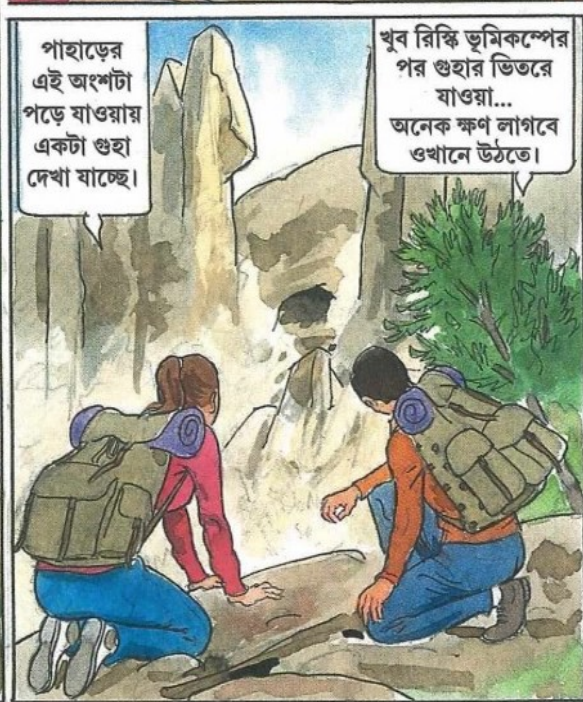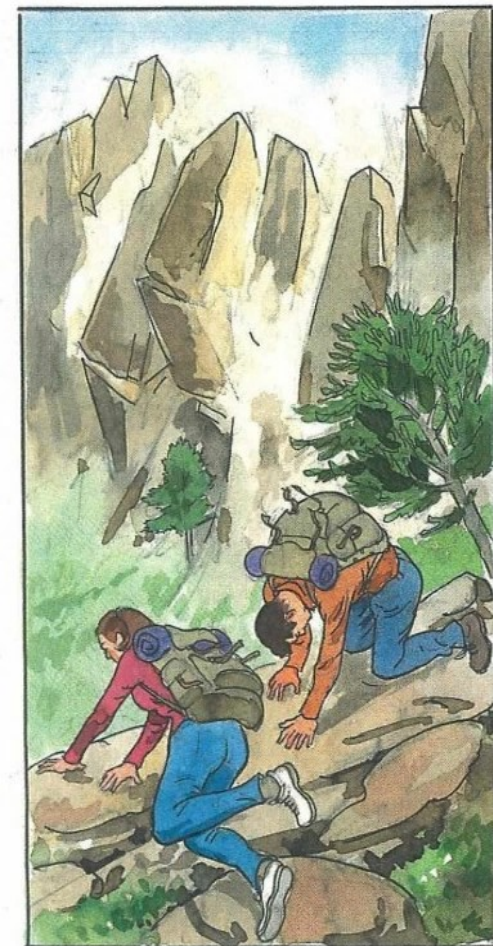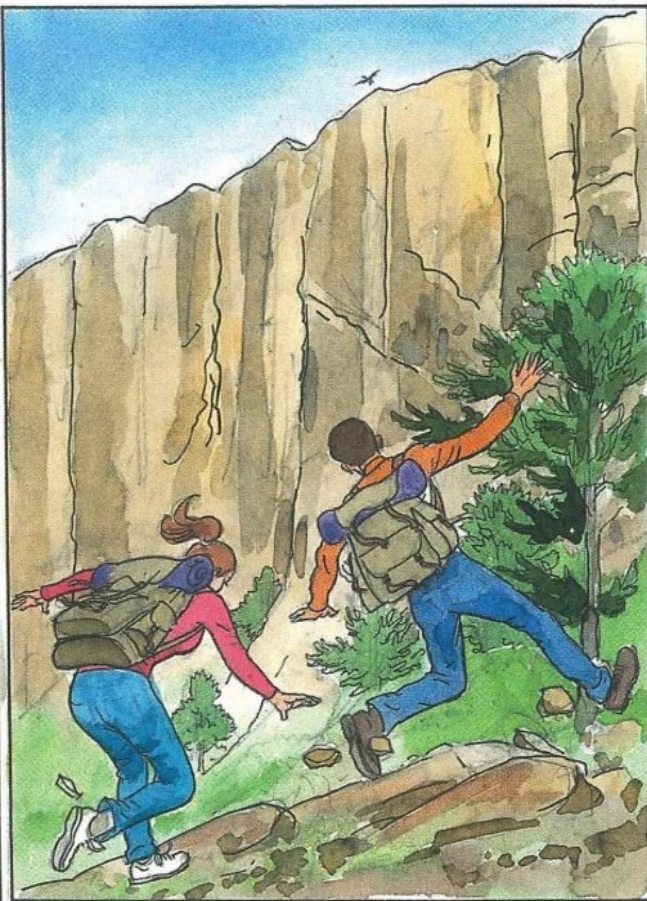
আমার প্রফেসর কর্ডোবার সঙ্গে পরিচয় আছে... ওঁকে গিয়ে বলি, অনেক রকম ইন্টারেস্ট আছে ওঁর।

অ্যালিন্ডা, তুমি ঠিক আছ?
খুব বেঁচে গেছি!

ম্যামথ!

ভাল আছেন, স্যর?
হ্যাঁ, তুমি কেমন আছ দামোদর?
ভাল।

বলিভিয়া থেকে ডামবার্টন লিখছে,
'আমি গত শনিবার পেরুতে একটা কনফারেন্সে যাওয়ার পথে বলিভিয়ায় আসি ভূমিকম্পের কীর্তি চাক্ষুষ দেখার জন্য। আসার পর দিনই ভূতাত্ত্বিক প্রফেসর কর্ডোবার কাছে গুহার খবরটা শুনি। সেই দিনই গিয়ে ছবিগুলো দেখে আসি। তোমারও এক বার এখানে আসা দরকার। ছবিগুলো দেখার মতো। কর্ডোবার সঙ্গে...

'...আমার মতভেদ হচ্ছে। তোমার সমর্থন পেলে (নিশ্চয়ই পাব!) মনে কিছুটা জোর পাব। চলে এসো। পেরুতে বলে নিচ্ছি, তোমার নামে কনফারেন্সের একটা আমন্ত্রণ যাচ্ছে। তারাই তোমার যাতায়াতের খরচ দেবে।আশা করি ভাল আছ।'
ইতি হিউগো ডামবার্টন

আলতামিরার গুহা আমি দেখেছি, কিন্তু এই গুহার কোনও তুলনাই হয় না।

ছবির সংখ্যা হবে আলতামিরার দশ গুণ।

ছবিতে আঁকার গুণ ছাড়াও আরও অনেক ব্যাপার আছে।

আদিম মানুষ গুহার দেওয়ালে সাধারণত শিকারের ছবিই আঁকত। এখানে, তো গাছপালা ফুল, পাখি, পাহাড়, চাঁদ সবই রয়েছে। বোঝাই যায়, এ সব জিনিস ভাল লেগেছে বলে আঁকা হয়েছে।

আর এই অদ্ভুত জানোয়ার!

আর এই নকশাগুলো...

অক্ষরের মতো... কোনও মানে করা যায় কি?

রঙের এত বাহার আর এত জৌলুস অন্য কোনও প্রাগৈতিহাসিক গুহার ছবিতে নেই।
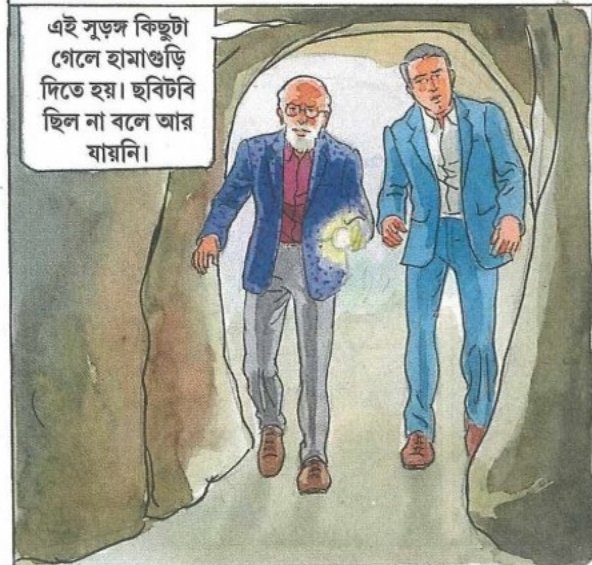
এই অদ্ভুত জন্তুর ছবি দিয়েই শুরু করি।

আসল রঙের সঙ্গে এত মিল আগে দেখিনি।

ব্রিলিয়ান্ট!

প্রাগৈতিহাসিক গুহার ছবি সাধারণত সাইড থেকে আঁকা... এটা একদম সামনে থেকে আঁকা হয়েছে।
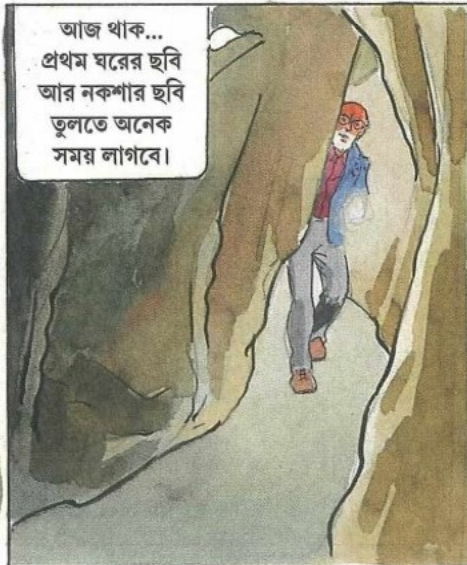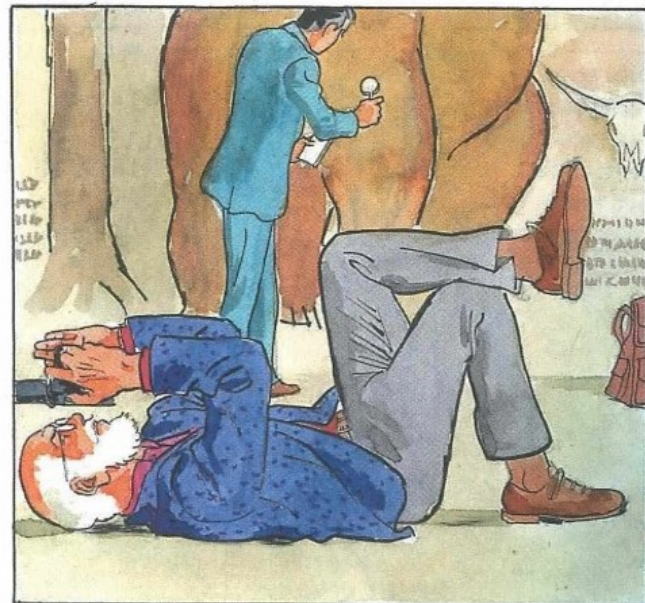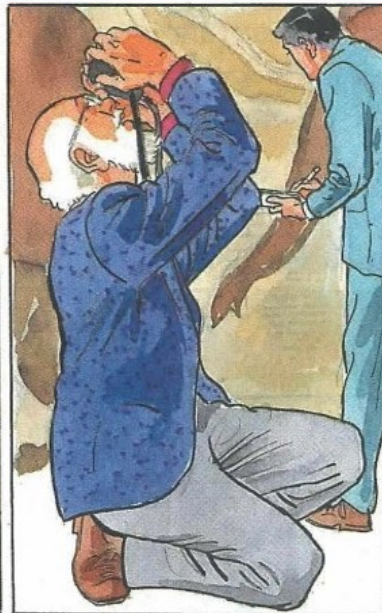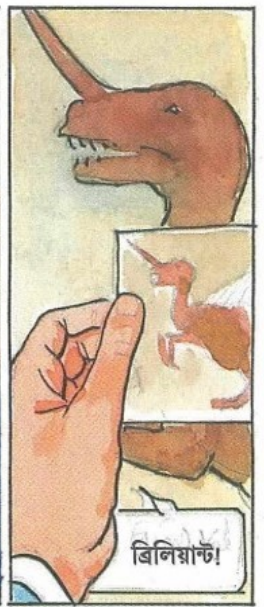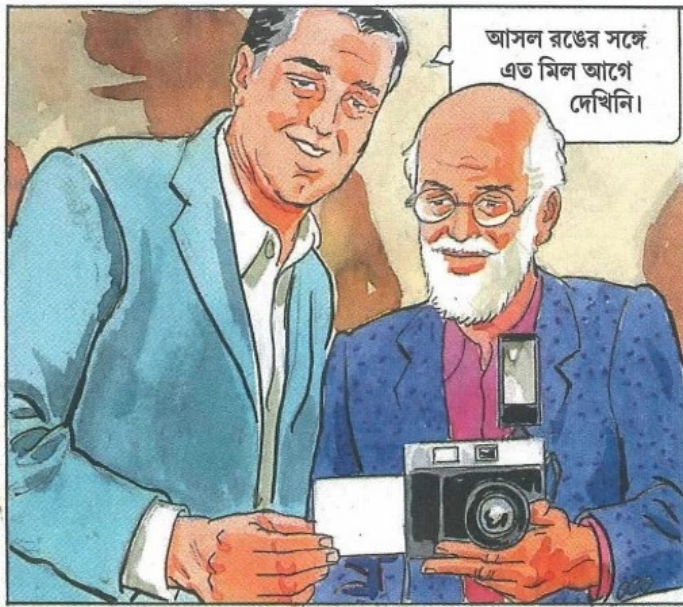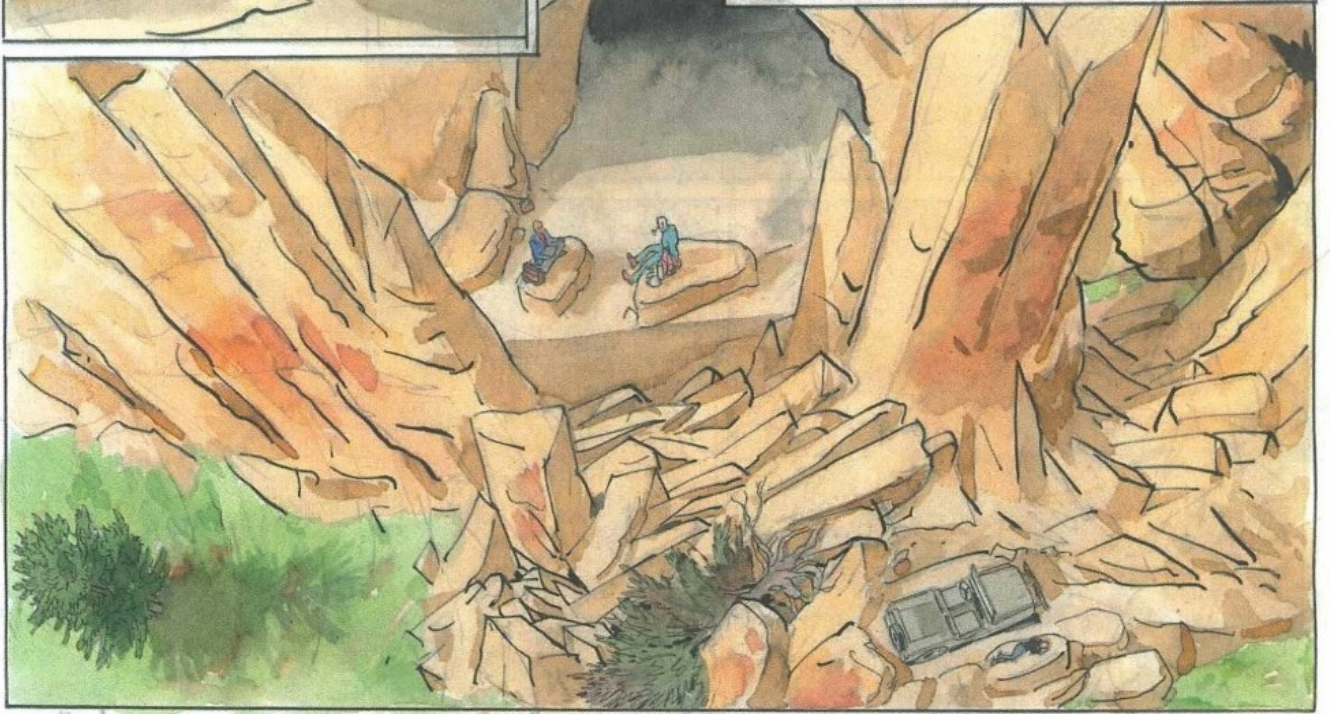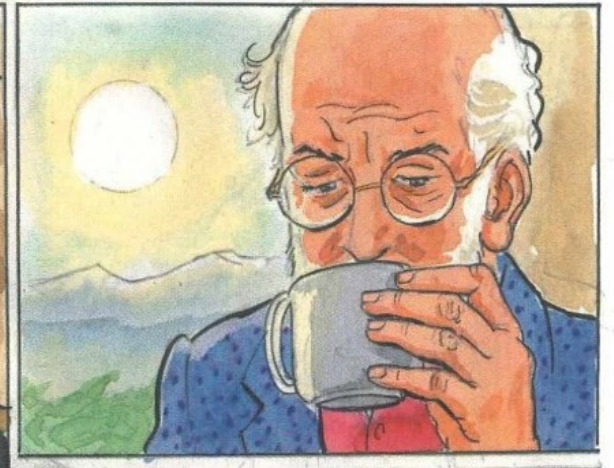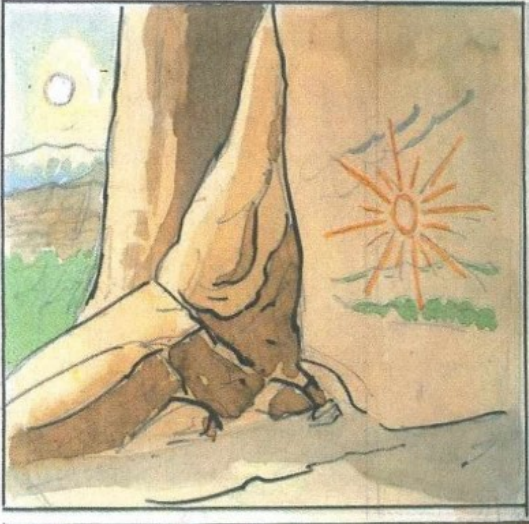
পাথরের টুকরোগুলো দেওয়ালের
দিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে...
হয়তো কর্ডোবারা করেছে...
মানুষের ভিড় হওয়ার
আগে এক বার জঙ্গলটা ঘুরে
দেখতে পারলে ভাল হয়।
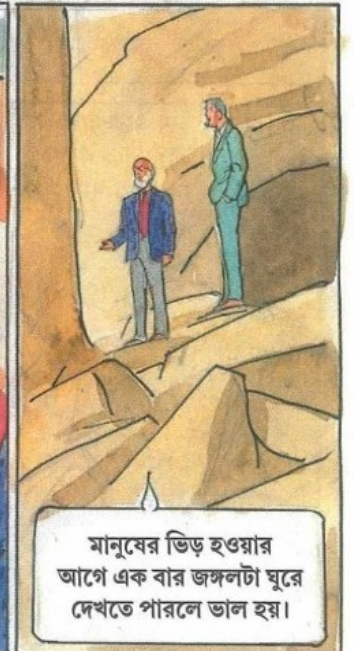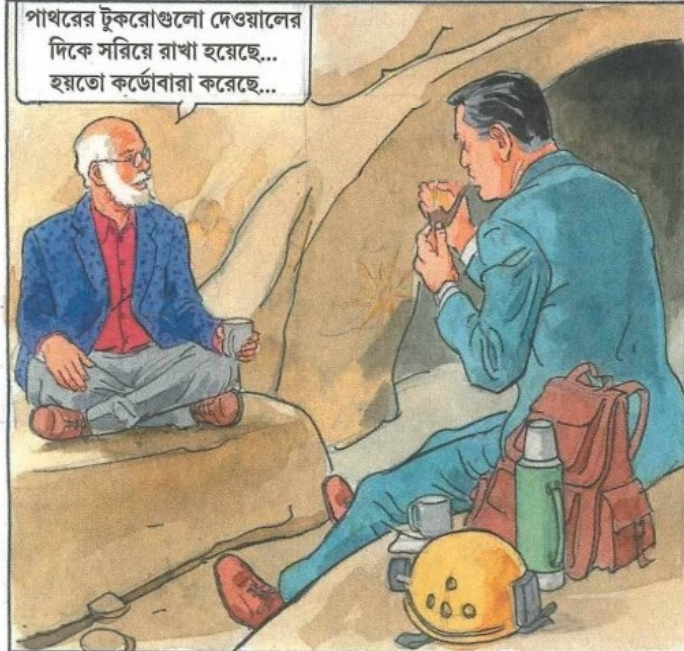
পেদ্রো, তুমি একেবারে বন্দুক নিয়ে এসেছ দেখছি।
সিনিওর, এখানকার জঙ্গল খুব বিপজ্জনক। আত্মরক্ষার জন্যই নিয়েছি। আমার বাবার বন্দুক।
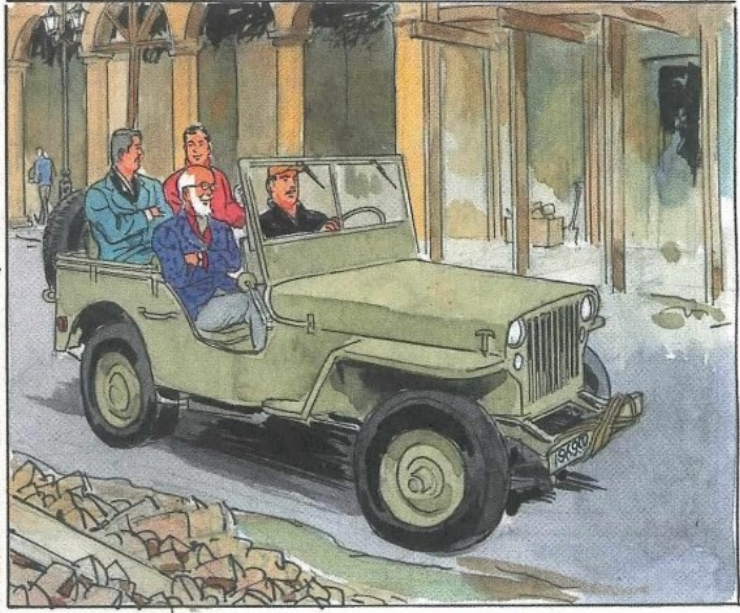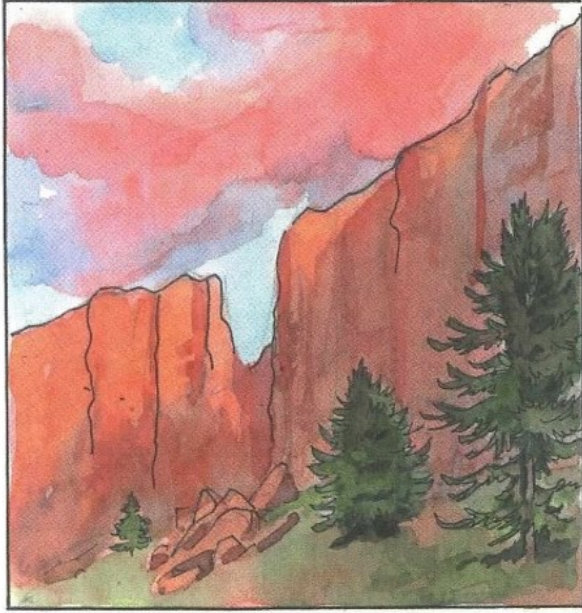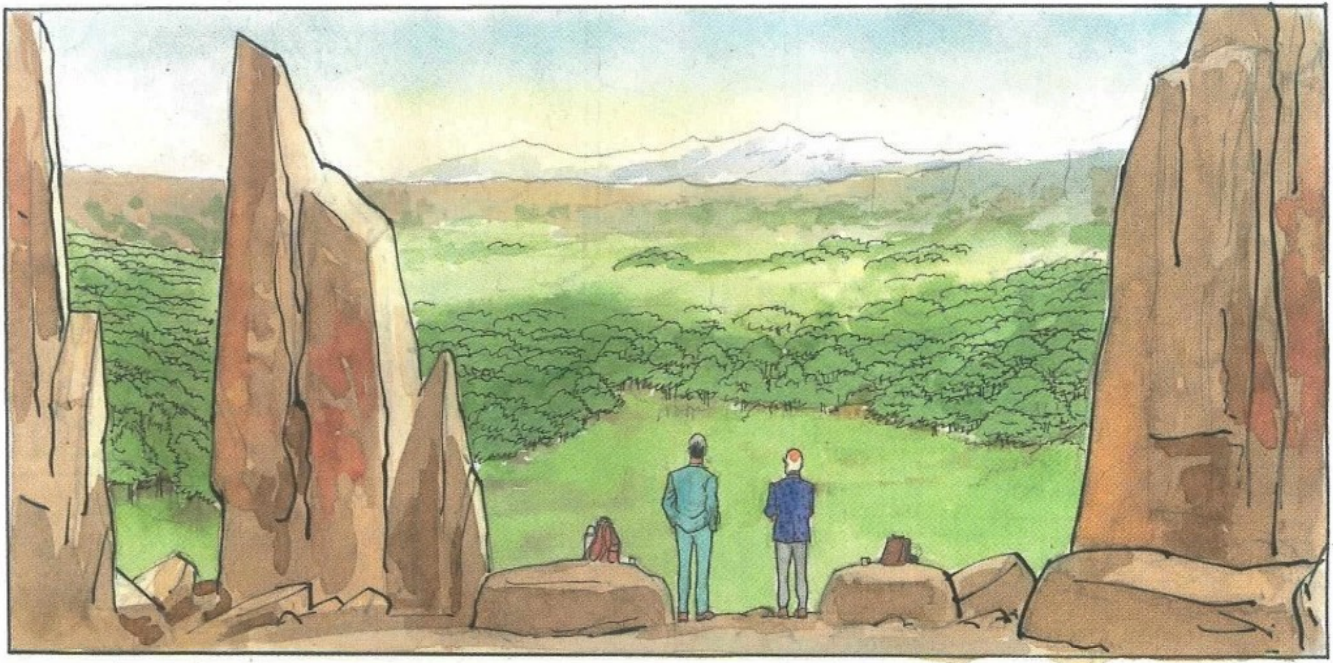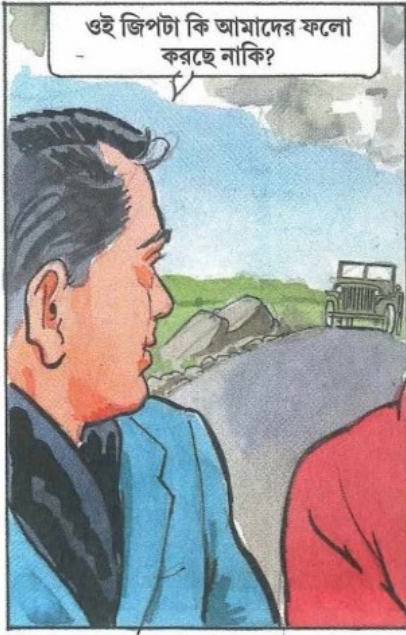
ওই জিপটা কি আমাদের ফলো করছে নাকি?

প্রফেসর কর্ডোবার জিপ। ওর ড্রাইভার আমার বন্ধু। কাল বলেছিলাম, আমরা সকাল সকাল গুহায় যাব।

কর্ডোবা!

আলাপ করিয়ে দিই। প্রফেসর কর্ডোবা, আমি এই গুহার কথা প্রথম শুনি এর কাছেই। প্রফেসর শঙ্কু।
হোলা!
হ্যালো।
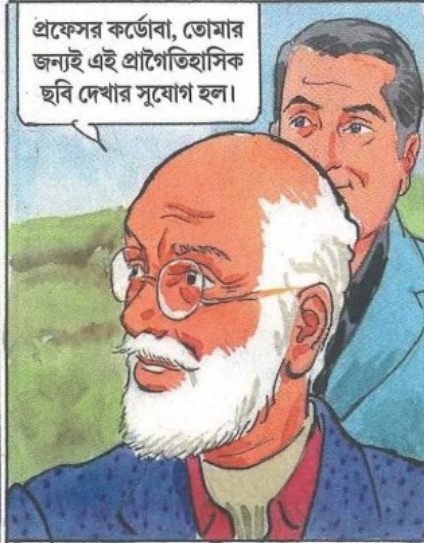
প্রফেসর কর্ডোবা, তোমার জন্যই এই প্রাগৈতিহাসিক ছবি দেখার সুযোগ হল।

তোমরা এই গুহাটাকে প্রাগৈতিহাসিক বলছ কী করে জানি না। আমার মনে হয় এর বয়স খুব বেশি হলে হাজার বছর। পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরনো গুহার ছবির রং এত উজ্জ্বল হবে কী করে?
দেওয়ালে যে সব প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ছবি রয়েছে, সেগুলো কী করে এল?

মানুষের কল্পনায় কত কিছুই হয়েছে। তাতে কিস্যু প্রমাণ হয় না। এই ডিজ়াস্টারের পরে আমরা সময় দিতে পারছি না। কার্বন ডেটিংয়ের মাধ্যমে সঠিক বোঝা যাবে।

আমাদের দেশে ইনকাদের আঁকা ছবির কোনও জানোয়ারের সঙ্গে আসল জানোয়ারের হুবহু মিল নেই। তা হলে কি সে সব জানোয়ারকে প্রাগৈতিহাসিক বলতে হবে?

আলতামিরার গুহা যখন আবিষ্কার হয়েছিল, তখন অনেকেই মানতে চায়নি এটি প্রাগৈতিহাসিক।

যাই হোক। আমি এসেছি তোমাদের সাবধান করে দিতে।
কী ব্যাপারে সাবধান হতে বলছ?

গুহার সামনের জঙ্গলটা খুব নিরাপদ নয়।

আমি প্রথম যে দিন গুহাটা দেখতে যাই, সে দিন জঙ্গলটায়ও ঢুকেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল যে, ছবিগুলো খুব অল্প ক'দিন আগে আঁকা। এবং জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও বোধ হয় ছবির রঙের উপাদানগুলো পাওয়া যাবে।
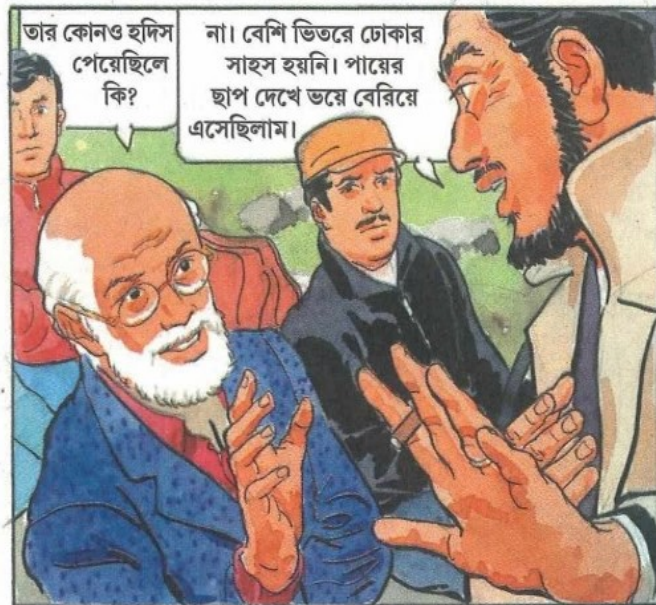
তার কোনও হদিস পেয়েছিলে কি?
না। বেশি ভিতরে ঢোকার সাহস হয়নি। পায়ের ছাপ দেখে ভয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।
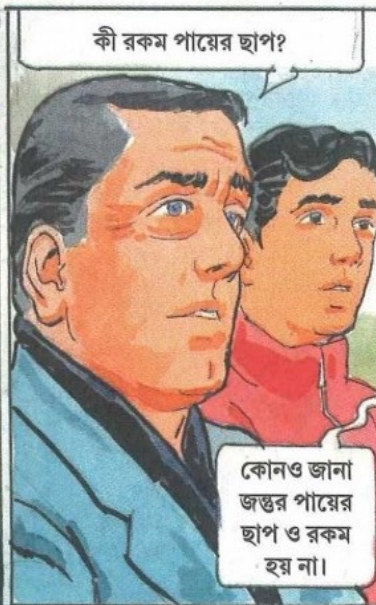
কী রকম পায়ের ছাপ?
কোনও জানা জন্তুর পায়ের ছাপ ও রকম হয় না।

অতিকায় জানোয়ারের!
সতর্ক করে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

আমাদের
সঙ্গে অস্ত্রধারী
লোক আছে।
তা ছাড়া গুহায়
আমাদের
যেতেই হবে।
এমন সুযোগ
আমরা ছাড়তে
পারব না।
কী বলো শ্যাঙ্কস?
সাধারণ অস্ত্র
ছাড়াও অন্য অস্ত্র
আছে আমাদের
কাছে। একটা
আস্ত ম্যামথকে
তা কয়েক
সেকেন্ডের
মধ্যেই শায়েস্তা
করতে পারবে।
বেশ। আমার কর্তব্য
আমি করে গেলাম।
কারণ, দেশটা
আমারই। তোমরা
এখানে অতিথি।
তোমাদের কোনও
অনিষ্ট হলে আমার
উপরে তার খানিকটা
দায়িত্ব এসে
পড়তে পারে।
তবে তোমরা নেহাতই
যখন আমার নিষেধ
মানবে না, তখন আর
আমি কী করতে পারি?
আমি আসি। তোমরা
বরং এসো।

ভূমিকম্পের দিন প্রফেসর কর্ডোবার কী হয়েছিল আপনারা শুনেছেন কী?
কী হয়েছিল?

প্রফেসর সকালে গির্জা যাচ্ছিলেন। গির্জায় ঢোকার সময় ভূমিকম্পটা হয়। ওর চোখের সামনে গির্জা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ভিতরে থাকা অনেকে মারা যায়। আর দশ সেকেন্ড পরে হলে প্রফেসরেরও ওই দশা হত।

সে তো ওর ভাগ্য ভাল বলতে হবে।
তা ঠিক। কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে প্রফেসরের মাথা মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। যে জন্তুর কথা বলছিলেন সেটা মনগড়া। ও জঙ্গলে যা জন্তু আছে, তা বলিভিয়ার সব জঙ্গলেই আছে।

1155 LP

1155 LP

পেদ্রো, তুমি তা হলে এখানেই থাকো। আমরা দুটো নাগাদ লাঞ্চও করব।
ঠিক আছে। কালকে আমার ভাল ঘুম হয়নি। কিছু ক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে।

আশপাশে নজর রেখো।
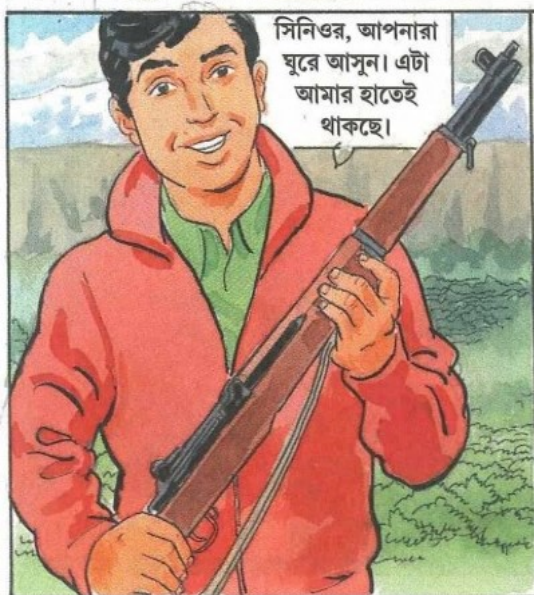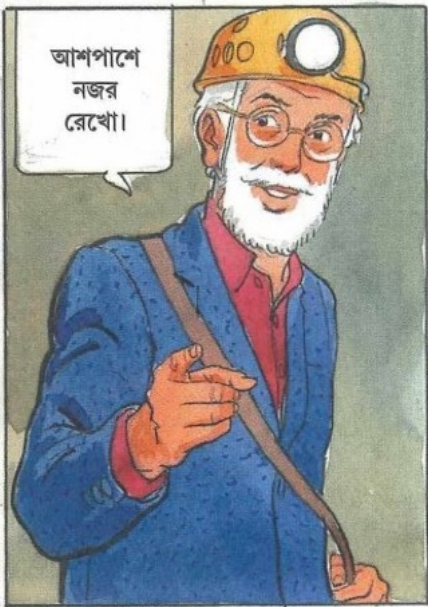
সিনিওর, আপনারা ঘুরে আসুন। এটা আমার হাতেই থাকছে।

মেঘলা দিনে দিনের আলোটা একটু কম।

পেদ্রো, আমি এক বার ঝর্নার দিক থেকে আসছি।

যাক। এ যাত্রা তোমার বন্ধু বেঁচে গেল।

আমি প্রথম দিন এই পর্যন্ত এসেছিলাম।

কী হল শ্যাঙ্কস?

একটা আওয়াজ।

আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না।
চলো, এগোই।
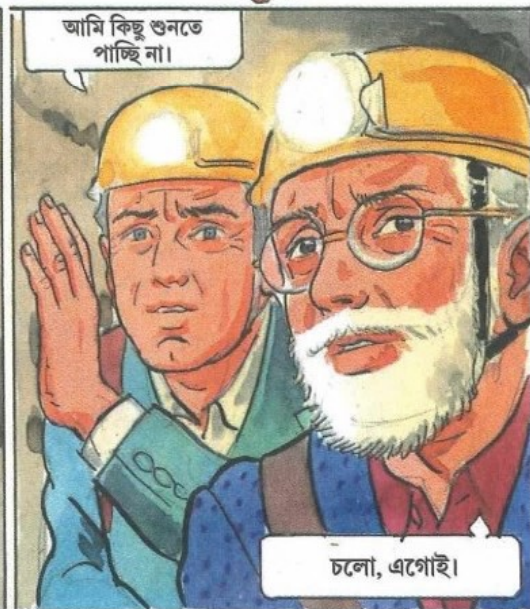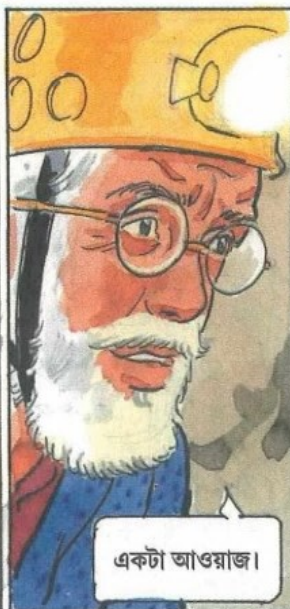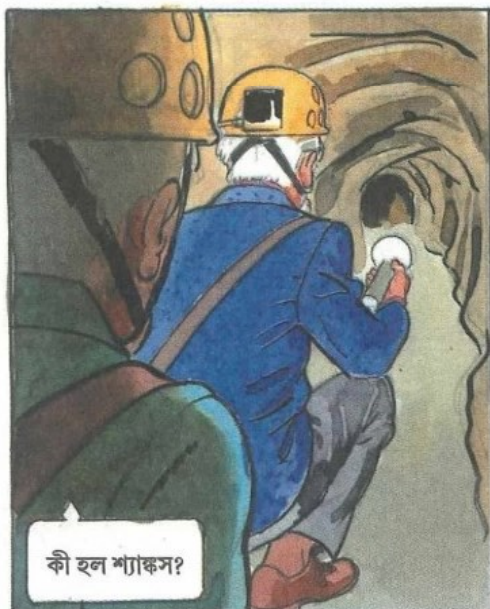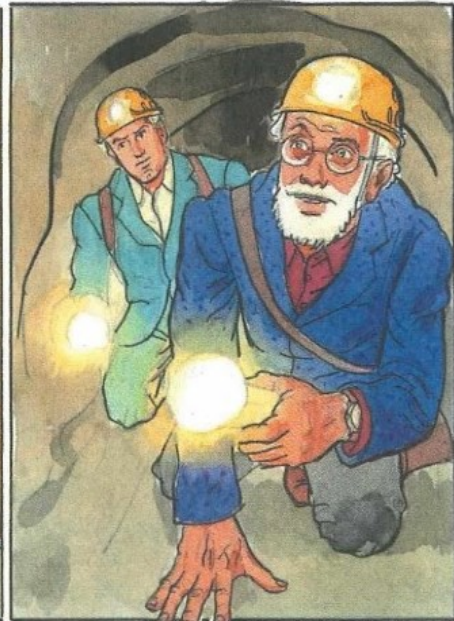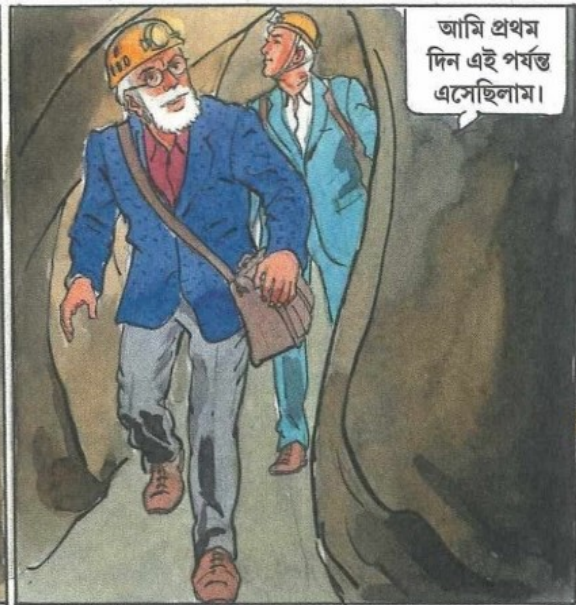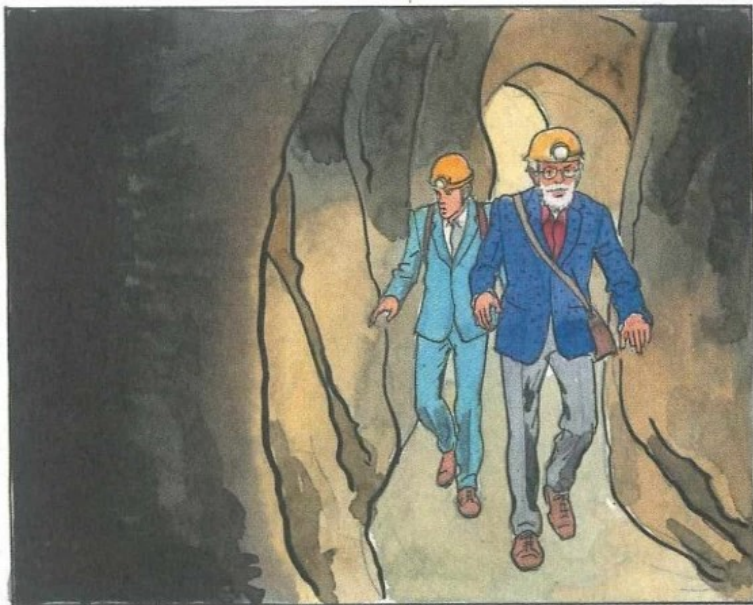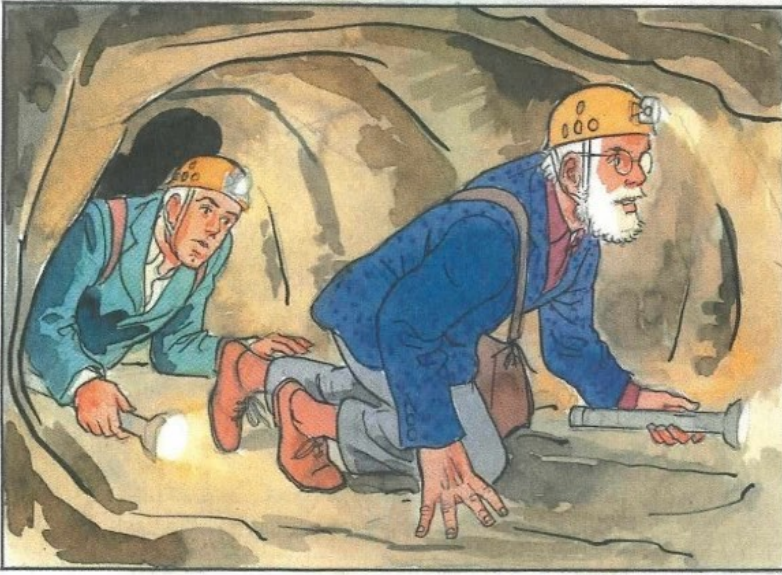
এ বার পেয়েছি। মানুষ? না অন্য কিছু? তোমার পিস্তল সঙ্গে আছে?
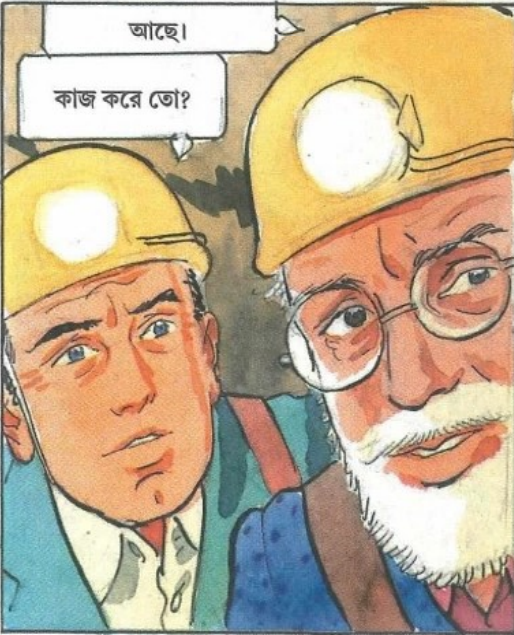
আছে।
কাজ করে তো?

তোমার উপরে তো আর পরীক্ষা করে দেখতে পারি না। তবে এটুকু বলতে পারি যে, আমার তৈরি কোনও জিনিস আজ পর্যন্ত ফেল করেনি।

খুট
খুট

??

ছবির চেয়ে নকশাই বেশি। ফরমুলা জাতীয় কিছু।
শিল্পের জগৎ থেকে ক্রমে বিজ্ঞানের জগতে এসে পড়েছি।
ফটো তুলে রাখি।
এ কাদের কীর্তি? এ সবের মানে কী? কী? কবেকার করা এ সব নকশা?
আঁ আঁ আঁ আঁ

আওয়াজটা বাইরে থেকে আসছে।
পেদ্রোর চিৎকার!

কোথায় গেল?

হি ইজ় ডেড!

তুমি কিছু দেখলে, মিগুয়েল?
গুলির আওয়াজ শুনে উঠতে শুরু করি। কিছুই তো নজরে পড়েনি।

আমি গেছিলাম ঝর্নাটা দেখতে... পেদ্রো চিৎকার করল...

এটা ধাতুর তৈরি কোনও জিনিস নয়।

এ থেকে যা অনুমান করছি, সেটা যদি সত্যি হয় তা হলে আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়। ওই নাম-না-জানা জানোয়ারের পিঠের কাঁটা।

পেদ্রো জখম হয়েও গুলি চালিয়েছিল, তার ফলে জানোয়ারটা জখম হয়। এই কাঁটাটি খসে পড়ে।

বাঁধানো সড়ক এসে গেছে।

পেড্রোর বাড়িতে গিয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনা বলাটা একটা কঠিন ব্যাপার হবে। ওদের বাড়িতে কিছু টাকা দিতেই হবে।
বৃষ্টি নামবে। হুডটা লাগিয়ে নিই।
যাক, তোমরা তা হলে ফিরছ!
ফিরেছি, তবে সকলে না।

আমরা গেছিলাম গুহার ভিতরে। পেদ্রোর চিৎকার শুনে এসে দেখি, ও মৃত।
এটা আবার কী নিয়ে এলে জঙ্গল থেকে?
এটা এক প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের পিঠের কাঁটা। আমাদের ধারণা, এই জানোয়ারই পেদ্রোকে মেরেছে।
আমার কথা বোধ হয় তোমরা বিশ্বাস করোনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছ তো? ও জঙ্গলে সব অদ্ভুত জানোয়ার রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।
ছবির জানোয়ারগুলো দেখেই তো তোমরা গুহার বয়স অনুমান করেছিলে? এখন বুঝতেই পারছ, ওর মধ্যে অন্তত এ ধরনের জানোয়ার এখনও আছে। লোপ পেয়ে যায়নি।
কাজেই আমার অনুমান ঠিক। এ সব ছবি বেশি আগের কিছুই নয়। তোমাদের ভালর জন্যই বলছি, এ গুহায় তোমরা বৃথা সময় নষ্ট কোরো না।

ও নিজে একা বাহাদুরি নেওয়ার জন্য ফস করে না খবরের কাগজে কিছু বারটার করে বসে। এখনও কিছুই পরিষ্কার ভাবে জানা যায়নি। অথচ ও আমাদের টেক্কা দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

তাও তো জানে না আমরা খুট খুট শব্দ শুনেছি। তা হলে ও বলে বসত যে, এখনও গুহার মধ্যে লোক বাস করছে।

HOMENAJE
DEL
CLUB SOCIAL
AL
LIBERTADOR
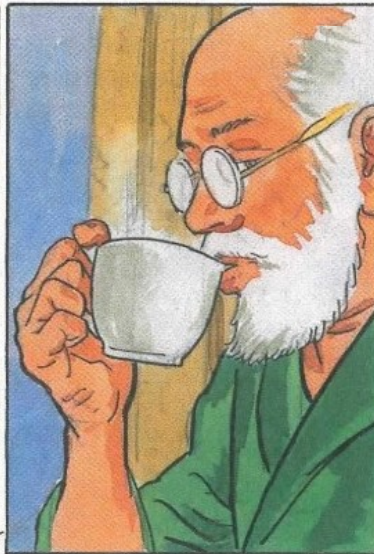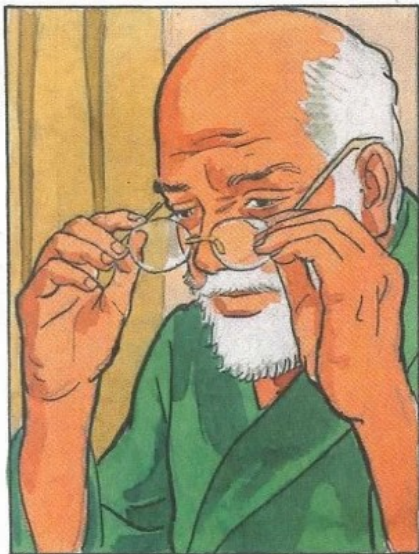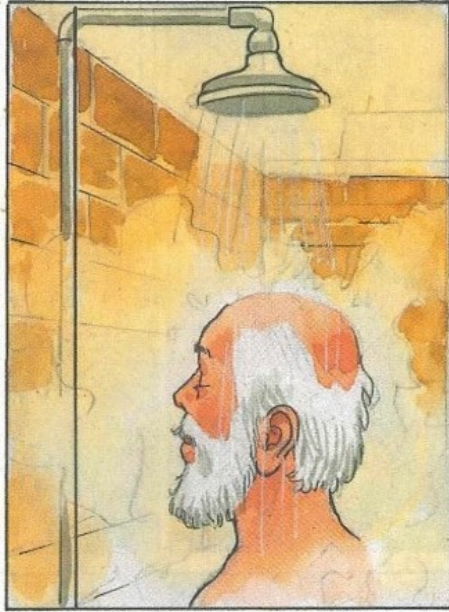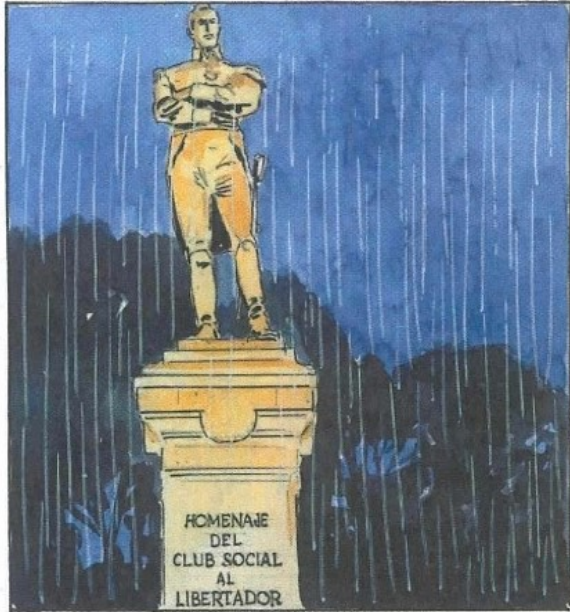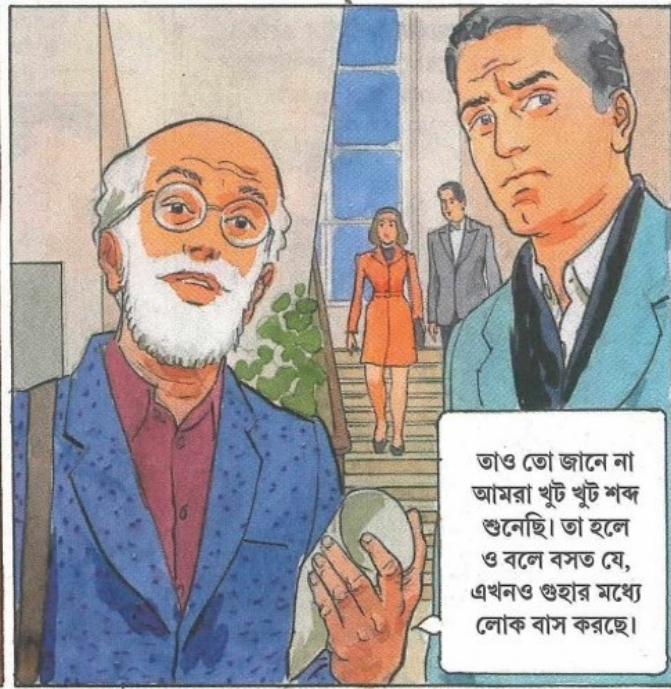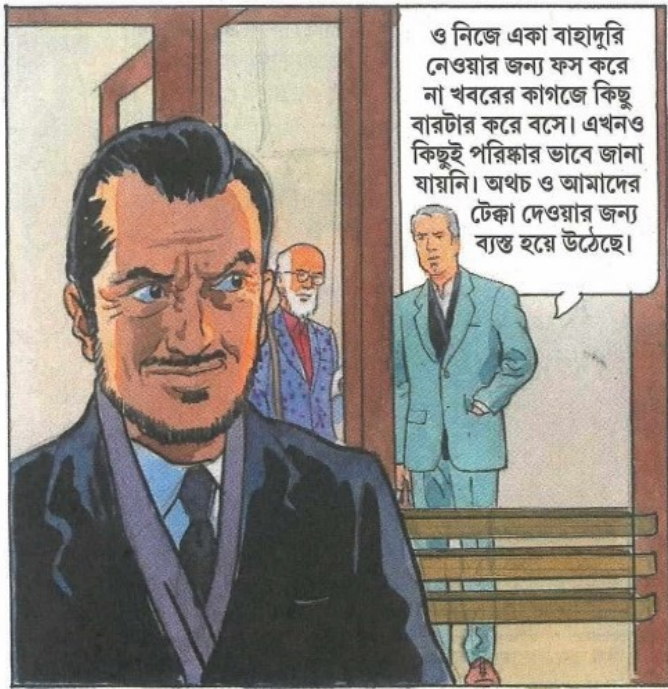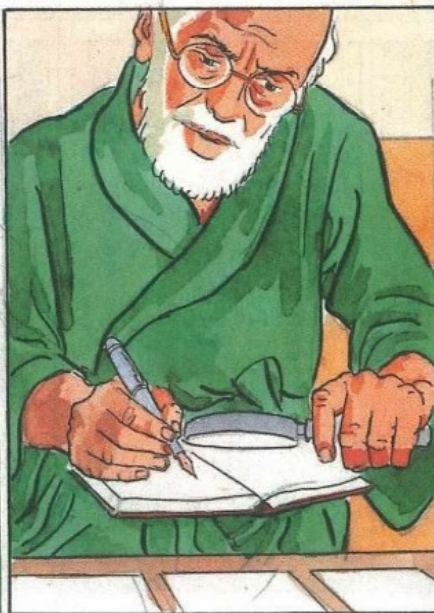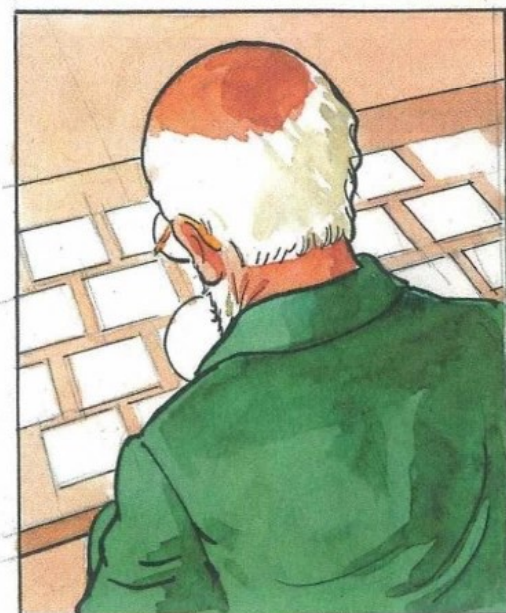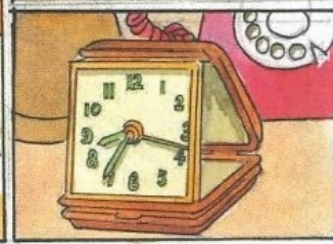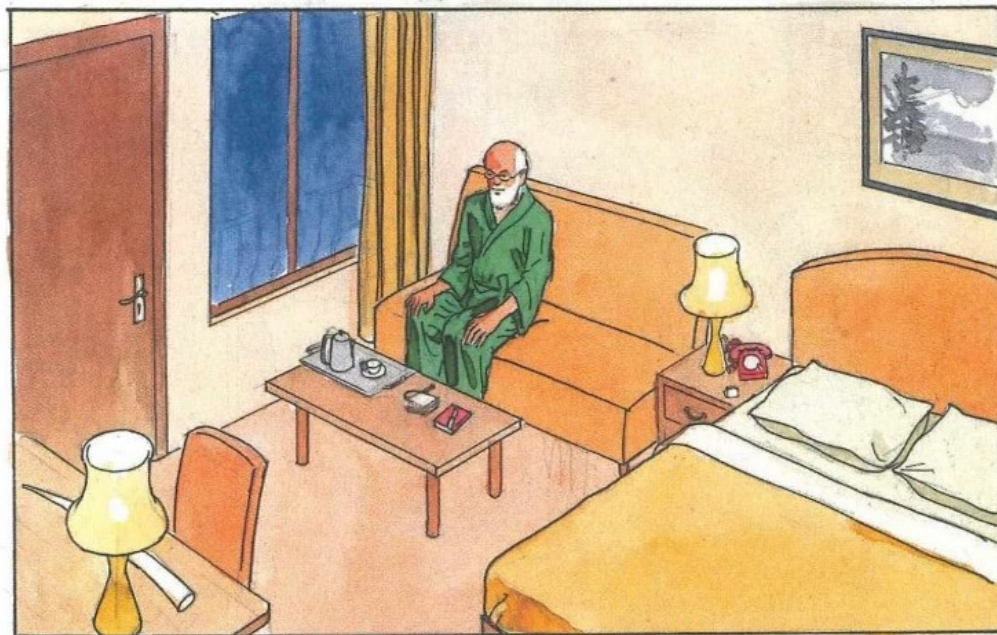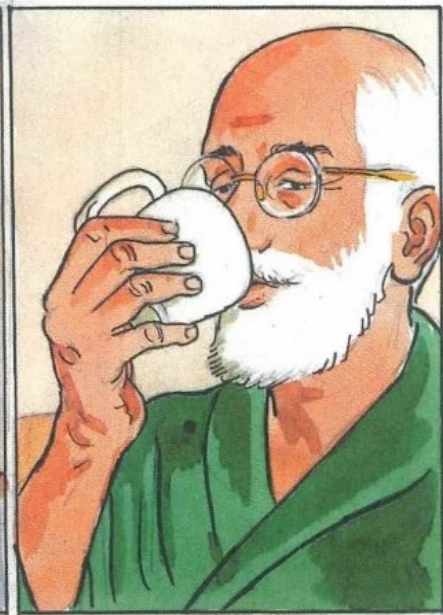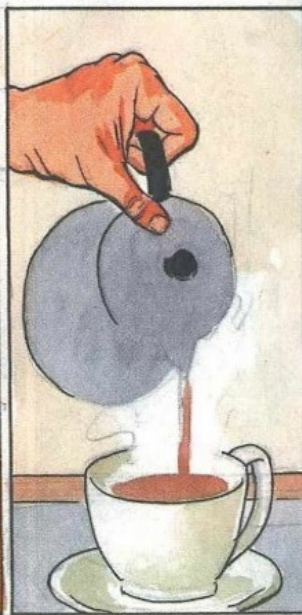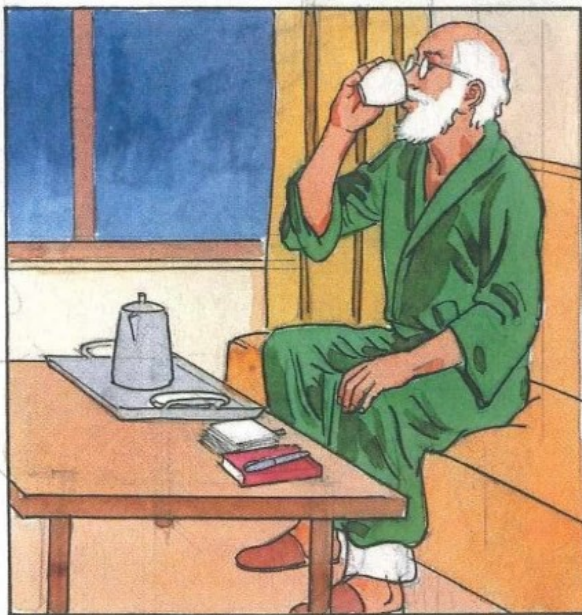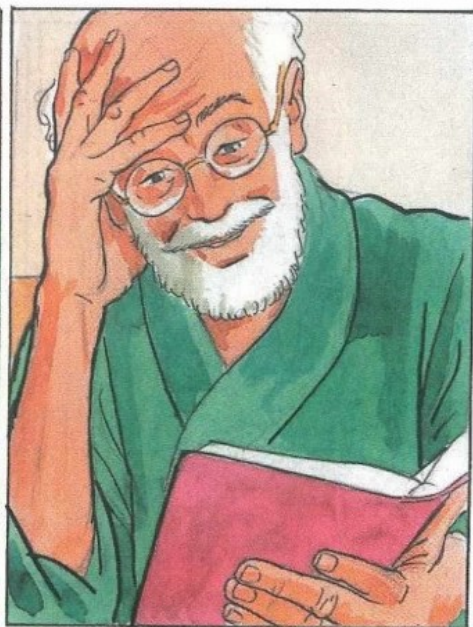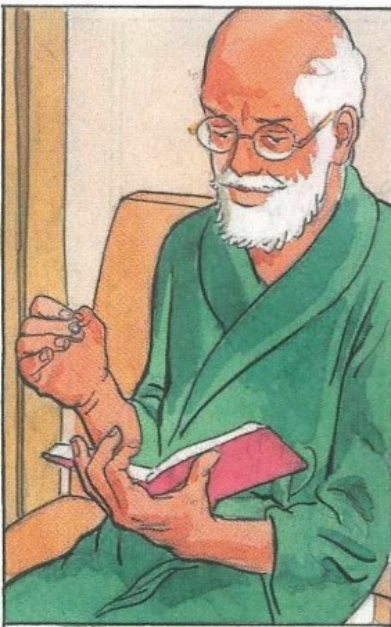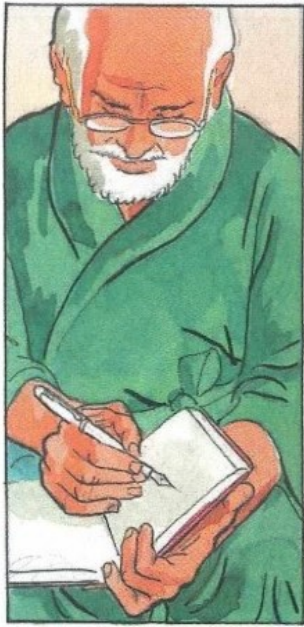
ডং ডং
কাম ইন!
কিছু বুঝতে পারলে?
হিজিবিজিগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। চিহ্নগুলো সবই বৈজ্ঞানিক ফরমুলা। আর তার সঙ্গে আমাদের আধুনিক অনেক ফরমুলার মিল আছে।
পড়ে দ্যাখো, হিউগো।
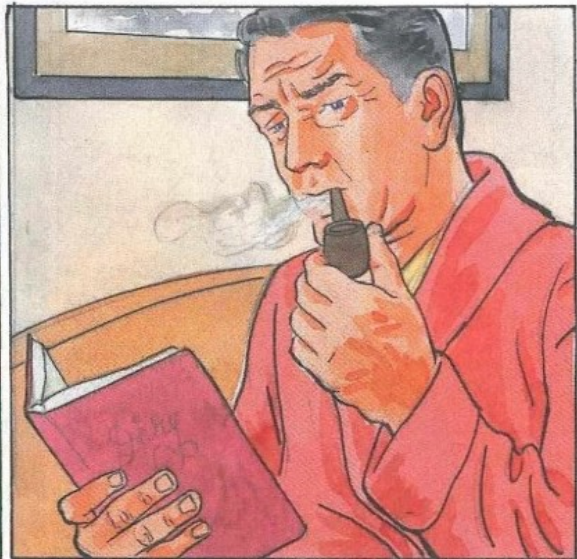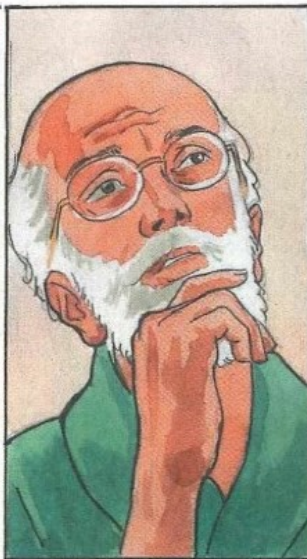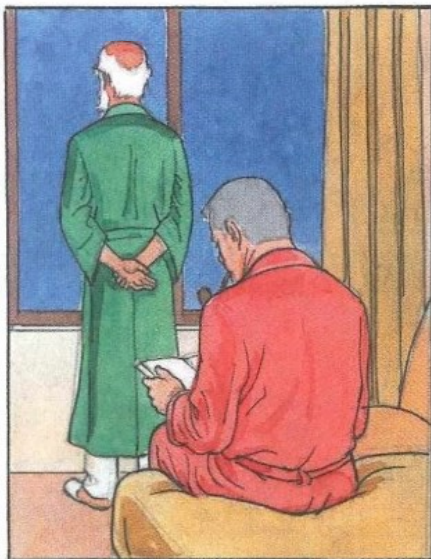
দিস ইজ় টু মাচ! সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে শ্যাঙ্কস। এ ফরমুলা পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লেখা? কিছুই যে বিশ্বাস করতে পারছি না!
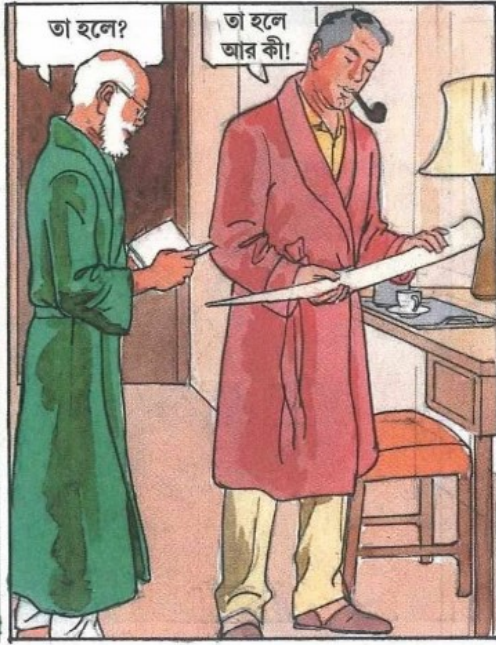
তা হলে?
তা হলে আর কী!

তা হলে ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হয়! আদিম মানুষ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যা কিছু জানা... গেছে...

... গেছে, তার কোনওটাই এই অঙ্কের ব্যাপারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না।
?
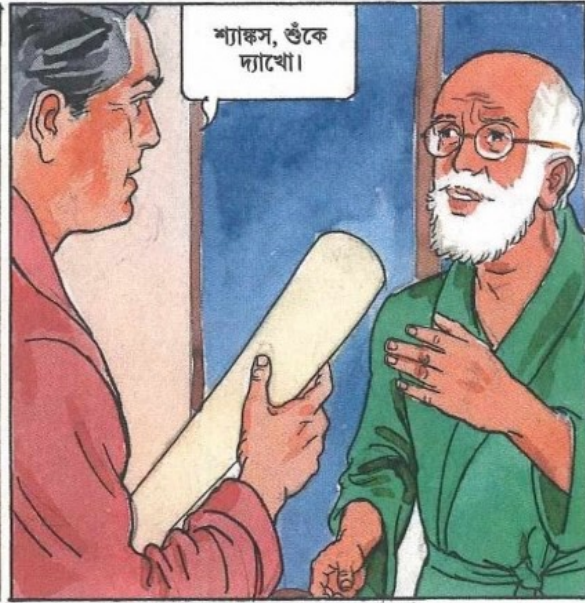
শ্যাঙ্কস, শুঁকে দ্যাখো।
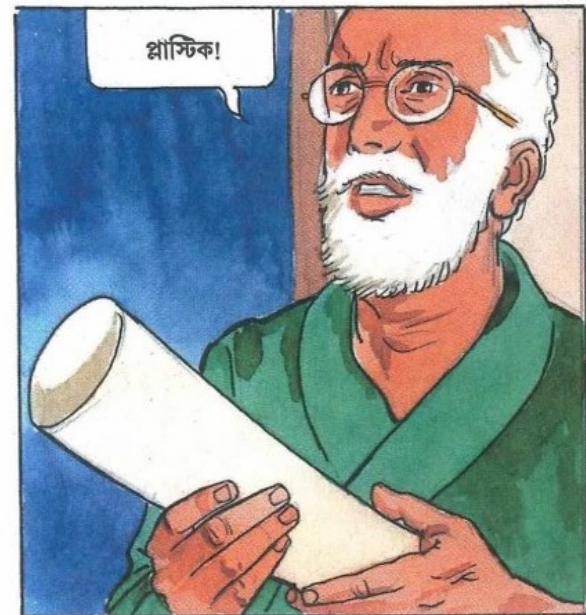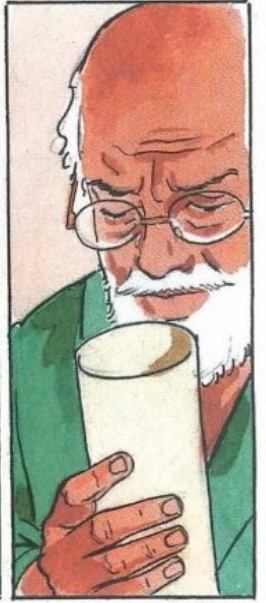
প্লাস্টিক!

ঠিক! কোনও সন্দেহ নেই। খুব চতুর কারিগর। কিন্তু এটা মানুষের হাতের তৈরি। এটার সঙ্গে কোনও জানোয়ারের কোনও সম্পর্ক নেই!
কিন্তু এর মানে কী?
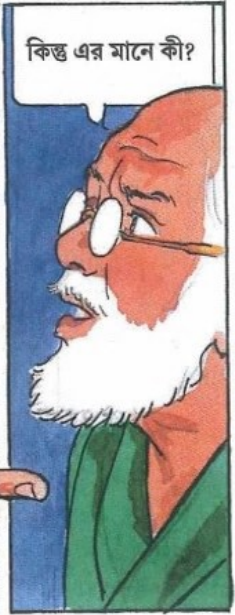
ব্যাপার গুরুতর। প্রথমত, পেদ্রো কোনও জানোয়ারের ভয়ে মরেনি। তাকে মানুষ মেরেছে। খুন করেছে।
তার মানে একটাই। যে খুন করেছে, সে চাইছে না যে, আমরা গুহার কাছে যাই। আততায়ী যে কে, সেটা বোধ হয় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।
কর্ডোবা!
আমাদের এখানে টিকতে দেবে না।
কিন্তু এই ভাবে হার মানব?
কর্ডোবাকে বলি, ক্রেডিট নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোনও লোভ নেই। কর্ডোবা আমাদের সঙ্গে আসুক। আমরা এক সঙ্গে অভিযান চালাই। তার অনুমান যদি ভুল হয়, তবু তার নামটা আমাদের সঙ্গেই জড়ানো থাকবে। লোকের চোখে আমরা হব একটা টিম।
কিন্তু খুনিকে এই ভাবে দলে টানবে?
খুনের প্রমাণ তো নেই। অথচ এটা না করলে সে আমাদের কাজ করতে দেবে না।
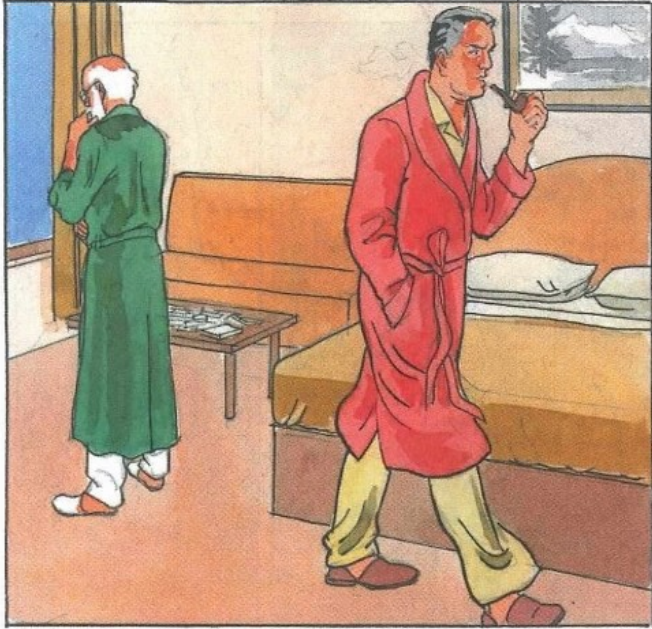
আমাদের কাজ শেষ হোক। তার পর ওর মুখোশ খুলে দেওয়া যাবে। এখন কিছু বলব না। এমনকি, আমরা যে বুঝতে পেরেছি কাঁটাটা প্লাস্টিকের, সেটাও বলব না।
বেশ, তা-ই ভাল।
প্রফেসর কর্ডোবার সঙ্গে কথা বলতে চাই।
উনি বাড়িতে নেই।
কখন ফিরবেন বলতে পারেন?
উনি কিছু বলে যাননি।
এই ঝড়জলে ও কি বেরিয়ে পড়ল নাকি গুহার উদ্দেশে?
আমার উদ্দেশ্য ভিতরের গুহাটা। যেটা ওরা এখনও দেখেছে বলে মনে হয় না।
বৃষ্টিটা একটু কমেছে।
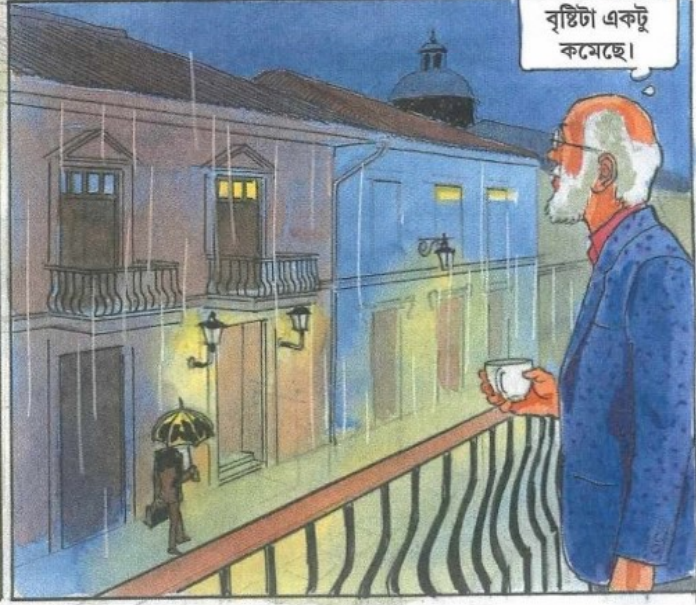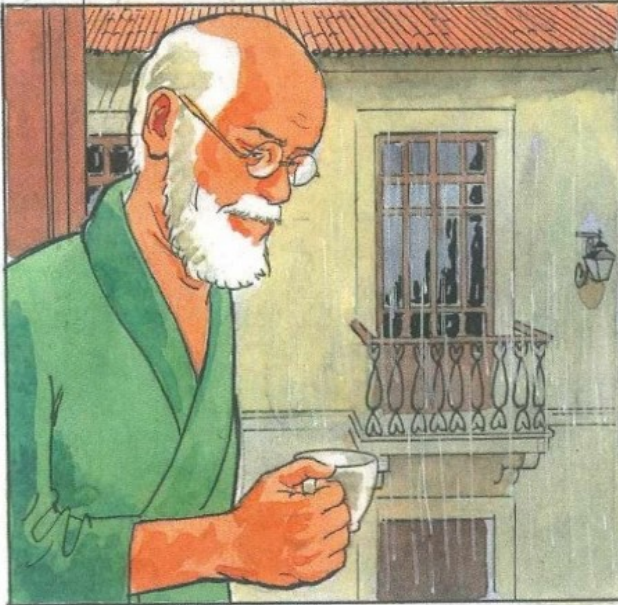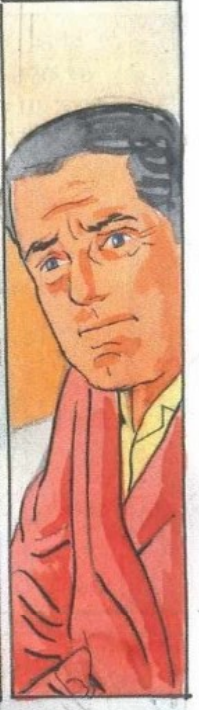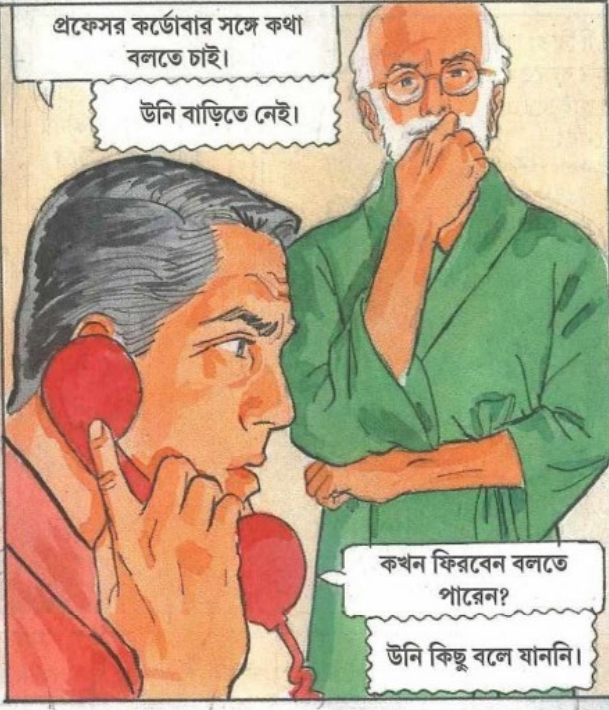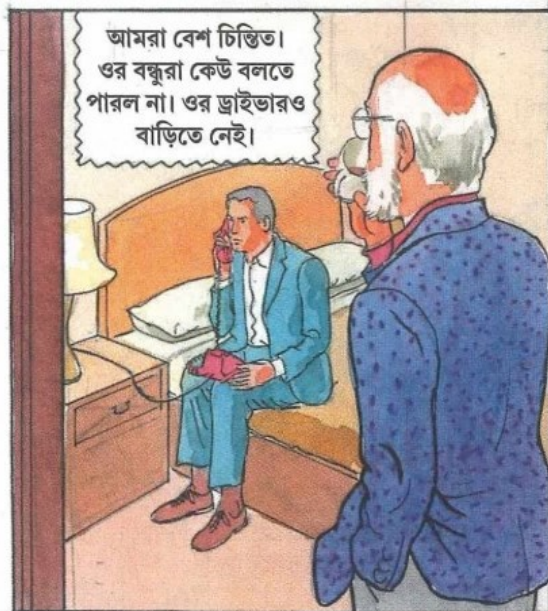
আমরা বেশ চিন্তিত। ওর বন্ধুরা কেউ বলতে পারল না। ওর ড্রাইভারও বাড়িতে নেই।
পাগলামোর বশে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় যে সব ফাটল হয়েছে, তার একটায় হয়তো পড়ে-টরে গেছে।
সর্বনাশ!
আবার কী হল?
এটা তোমার মাথায় ঢুকেছে কি যে, দেওয়ালের এই সব সাঙ্কেতিক ফরমুলা সব আসলে কর্ডোবার লেখা?
ছবির পাশে হিজিবিজিগুলো লিখে সে প্রমাণ করতে চায় যে, গুহাবাসী লোকেরা বিজ্ঞানে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। এমন একটা বিষয় যদি সে প্রমাণ করতে পারে, তা হলে খ্যাতি কেমন হবে, তা বুঝতে পারছ?
শাবাশ বলেছ!
কী শয়তানি বুদ্ধি লোকটার ভাবতে পারো? আমি এখানে এসে পৌঁছোনোর প্রায় দশ দিন আগে গুহাটা আবিষ্কার হয়েছিল। কর্ডোবা অনেক সময় পেয়েছে নিজের মতো করে সাজাতে।
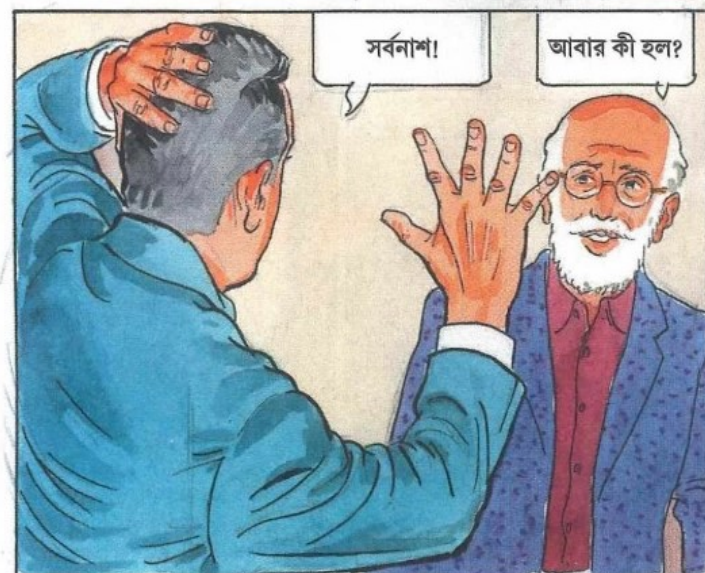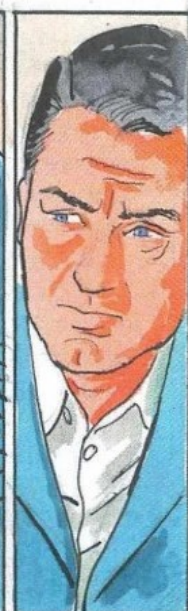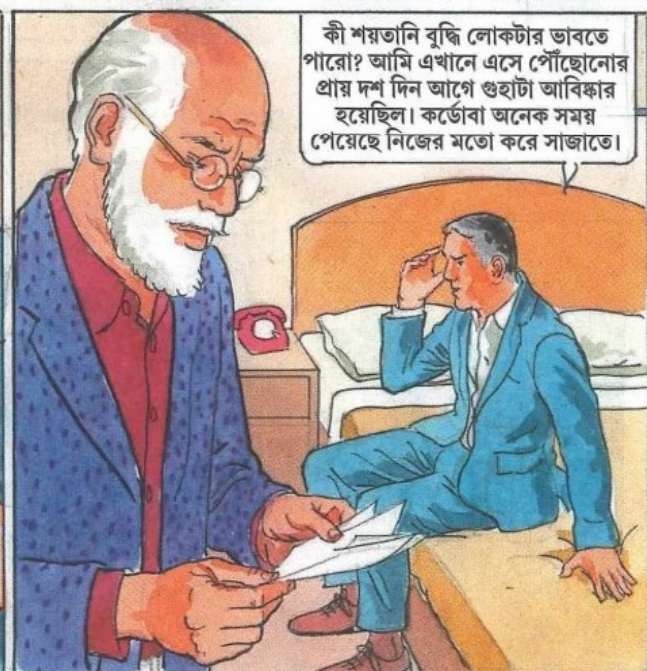
ফরমুলাগুলোর পিছনে বোধ হয় মিথ্যে সময় নষ্ট করলাম।
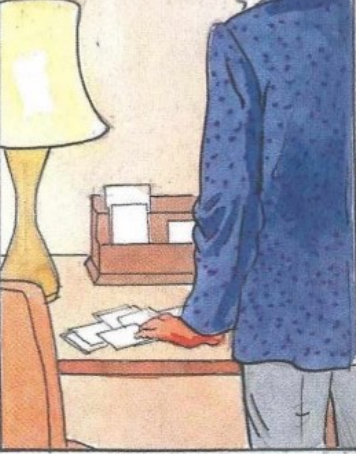
কিন্তু গুহার ভিতর খুট খুট শব্দটা কোথা থেকে আসছিল?
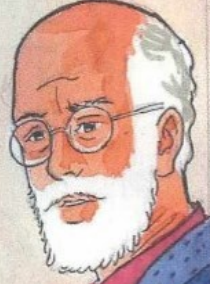
ওটাও ওর কাজ। পেদ্রোকে খুন করা মানে গুহার আশপাশেই ও ছিল। হয়তো গুহার আর-একটা মুখ আছে। আমাদের ভয় দেখানোর জন্য শব্দটা করছিল।
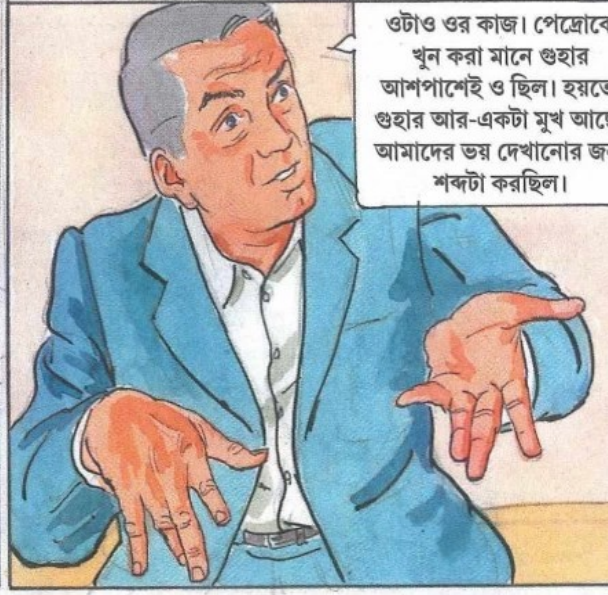
কিন্তু এই সব করে ও অন্তত আমাকে হটাতে পারবে না।
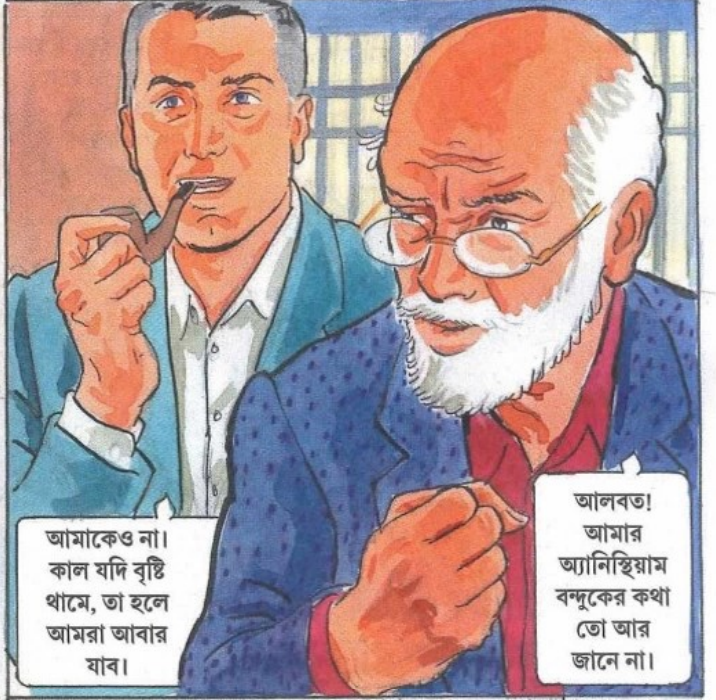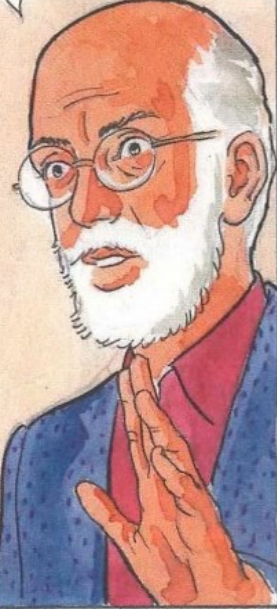
আমাকেও না। কাল যদি বৃষ্টি থামে, তা হলে আমরা আবার যাব।
আলবত! আমার অ্যানিস্থিয়াম বন্দুকের কথা তো আর জানে না।

সিনিওর, আপনারা যাবেন,
আমার ভাল লাগছে না।
আমি যেতাম আপনাদের সঙ্গে। কিন্তু সে দিন পেদ্রোর যা হল। তার পর মনে ভয় ঢুকেছে। আমার বাড়িতে বৌ-ছেলে রয়েছে।
তোমার যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। কোনও ভয় নেই মিগুয়েল।
যদি বিপদের আশঙ্কা দ্যাখো, তা হলে চলে যেয়ো। আমাদের জন্য অপেক্ষা কোরো না।
কর্ডোবা উপরে থাকলে আমাদের জন্য বিপদ হবে। তোমার পিস্তল বের করো।
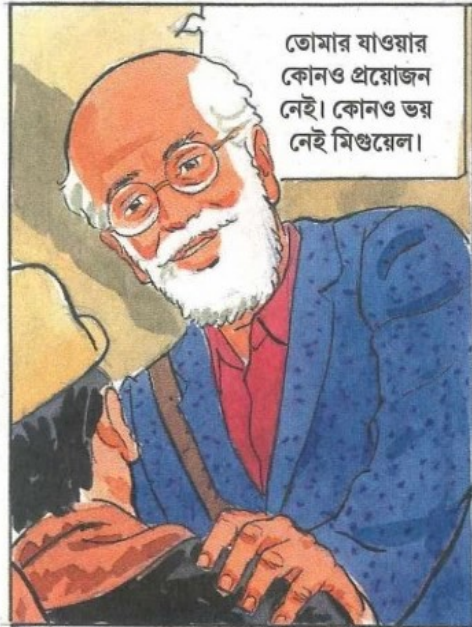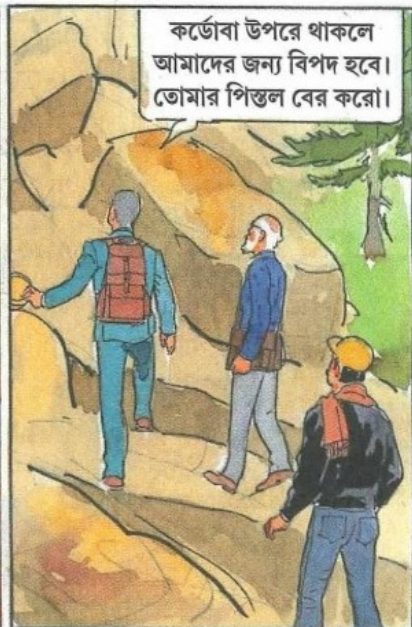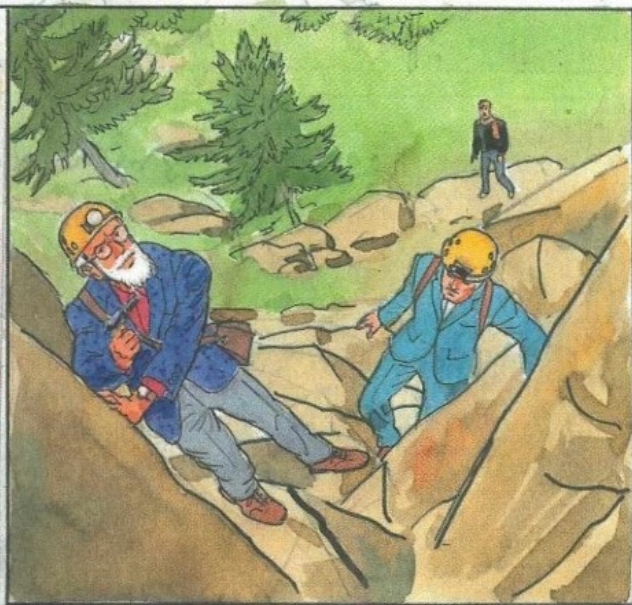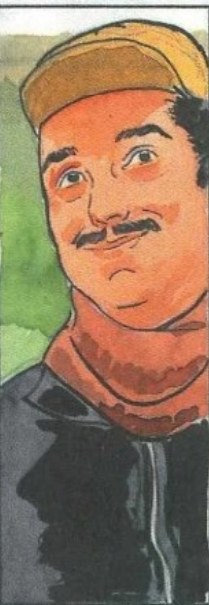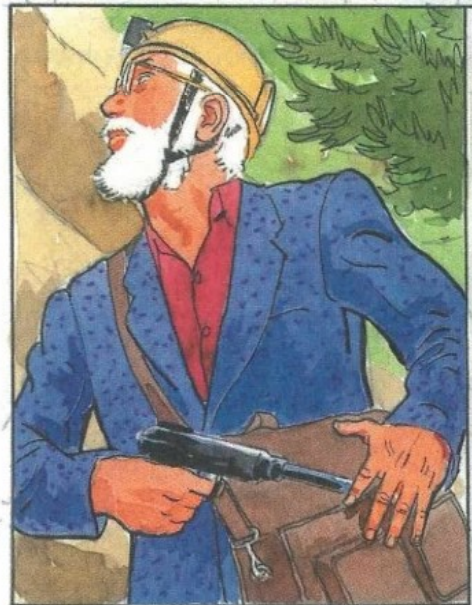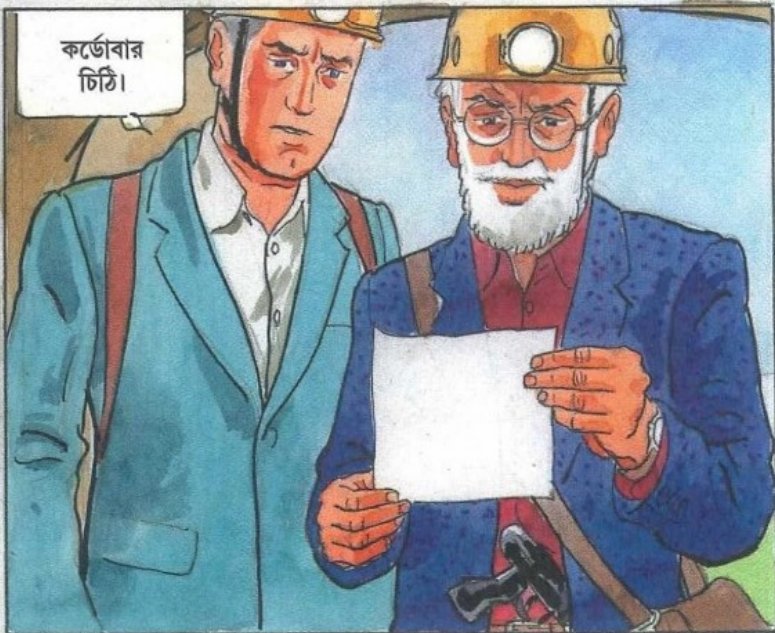
‘...আমার নামটাও জড়িয়ে থাকে। পেদ্রোর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী, সেটা হয়তো বুঝতে পেরেছ। কাঁটাটা আমারই তৈরি। তবে জঙ্গলে পায়ের দাগ আমি সত্যিই দেখেছিলাম। সুতরাং ও ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিন্ত হলে সাংঘাতিক ভুল করবে। জানি, ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন। তোমরা তো আর পাপী নও।

ইতি,
পোবফিরিও কর্ডোবা’

চলো
হিউগো।
ভিতরে যাই।
যা থাকে
কপালে!
কর্ডোবার
সিগারেট!
মৃদু
গর্জনের
শব্দ!
গর্জন এক বার
বাড়ছে, এক বার
কমছে।
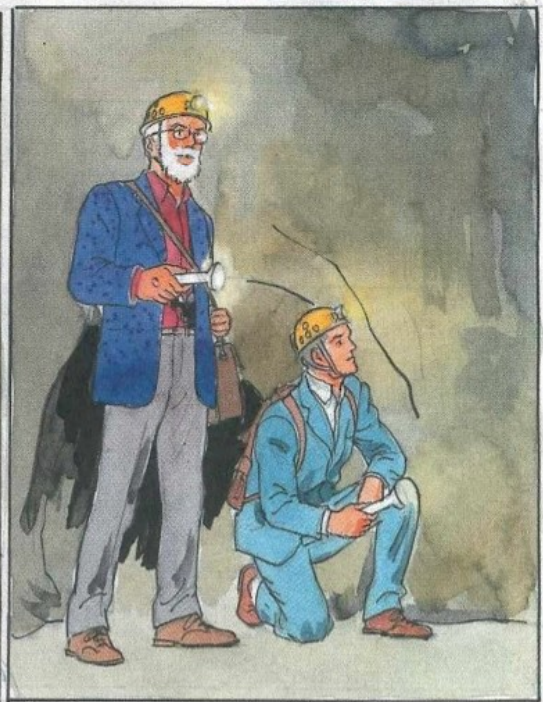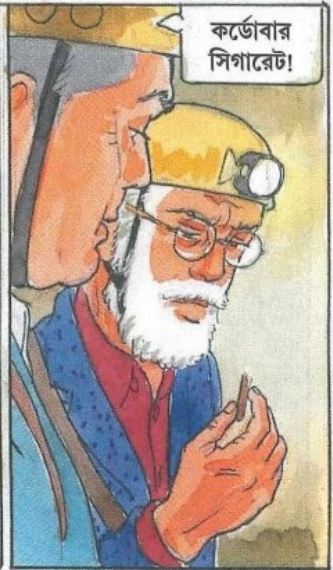
ওই টানেলে আমরা
আগে যাইনি।
কোনও
জানোয়ার
নেই তো?

এ সব কী শ্যাঙ্কস?
এ সব কার তৈরি?

এই ফরমুলা... এই মেশিন!
ইলেকট্রিক শক!

কর্ডোবাকে ধরে আছে ওর ড্রাইভার আর ড্রাইভারকে...
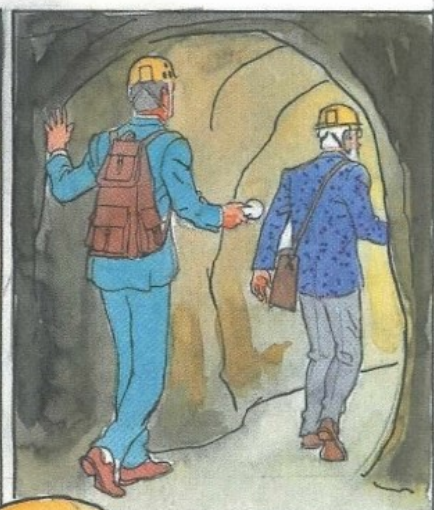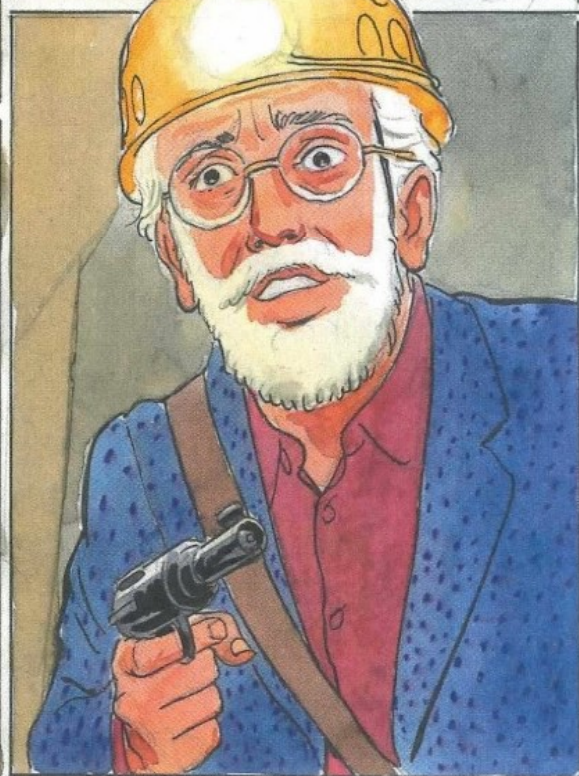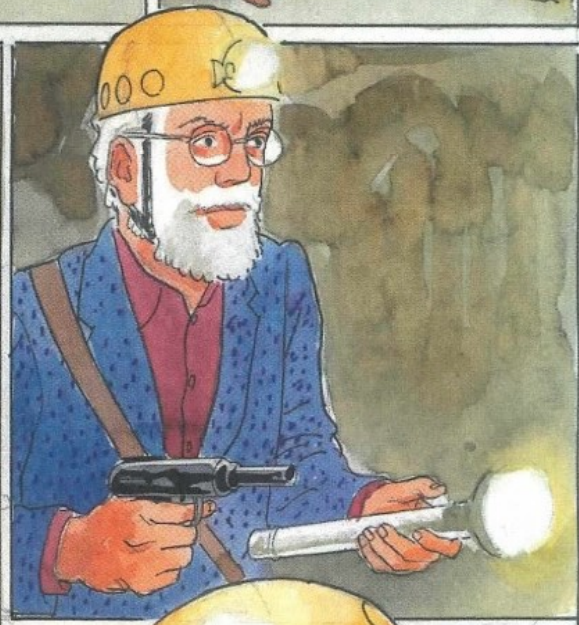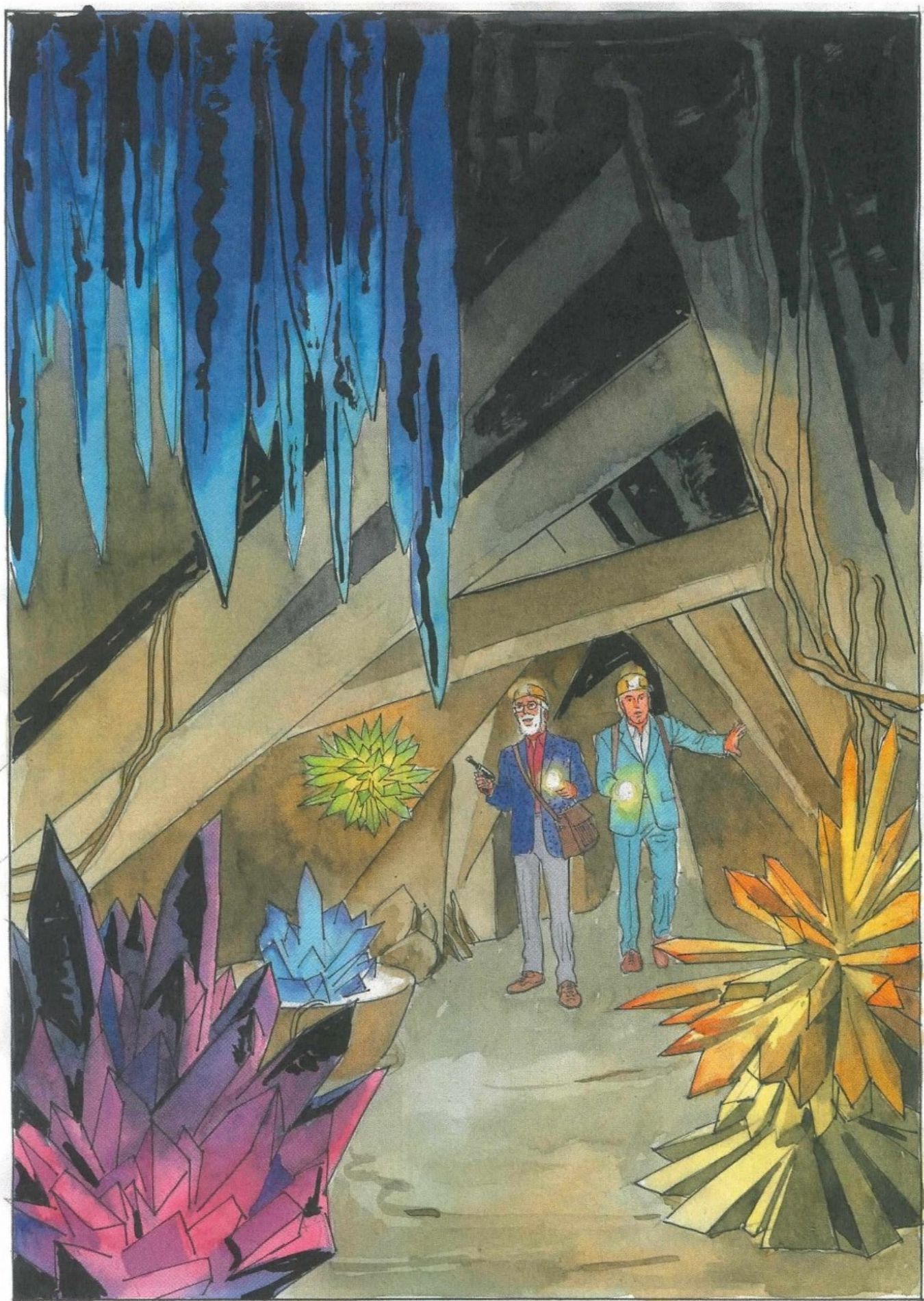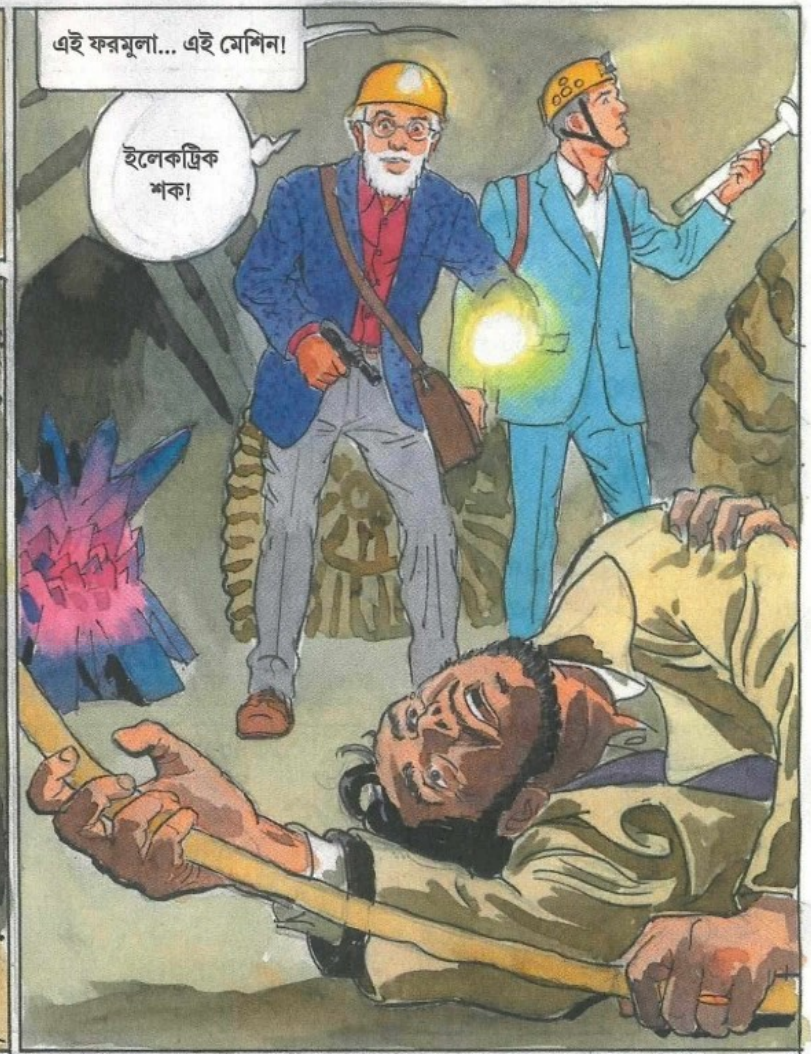
কী অদ্ভুত ব্যাপার!
ও সব ছুঁয়ো না, হিউগো!
সেটা বলাই বাহুল্য, তবুও ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ...
...কর্ডোবাকেও। কারণ, ওর দশা না দেখলে আমরাও...
এ থেকে একটা জিনিস প্রমাণ হচ্ছে, ফরমুলাগুলো কর্ডোবার লেখা নয়। ...গর্জনটা আসছে খুব কাছ থেকেই।
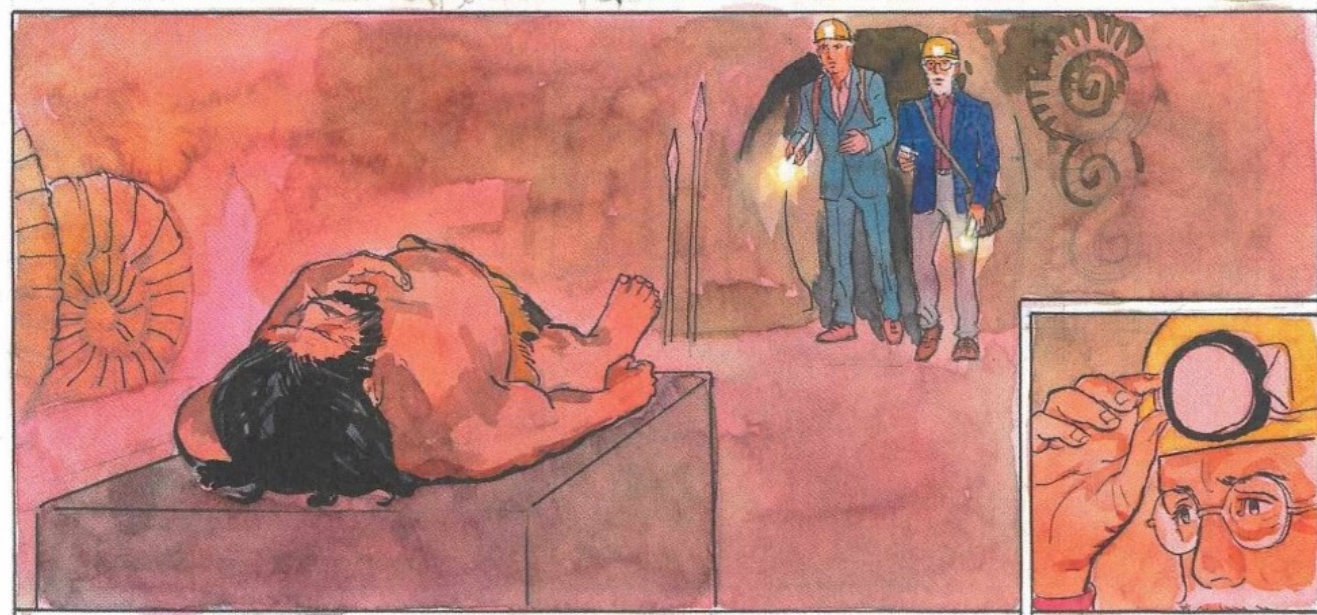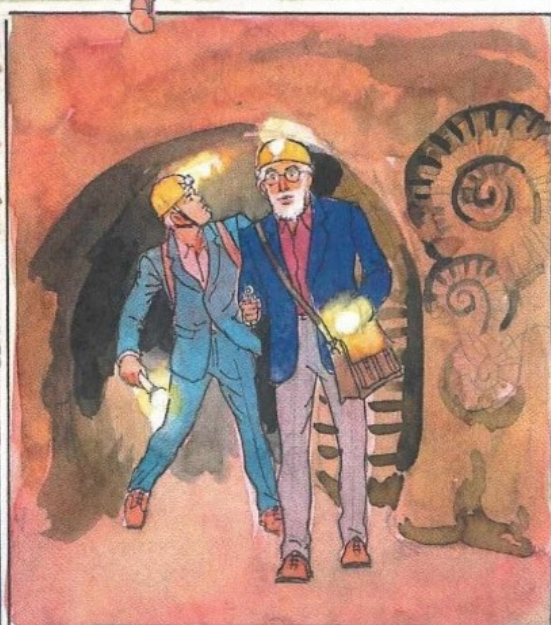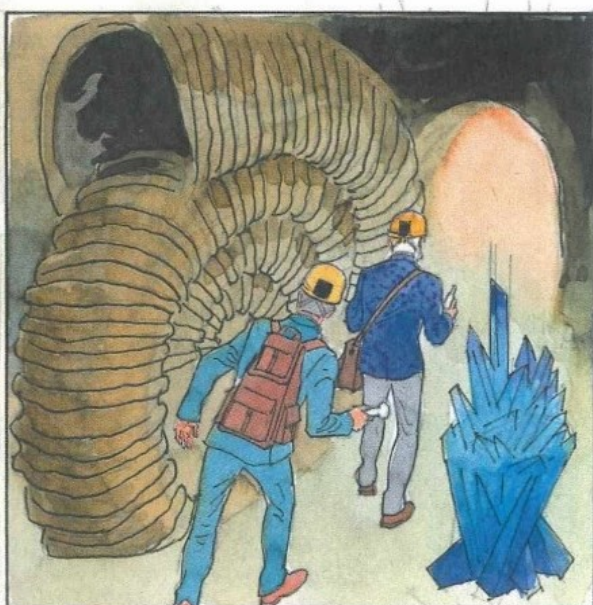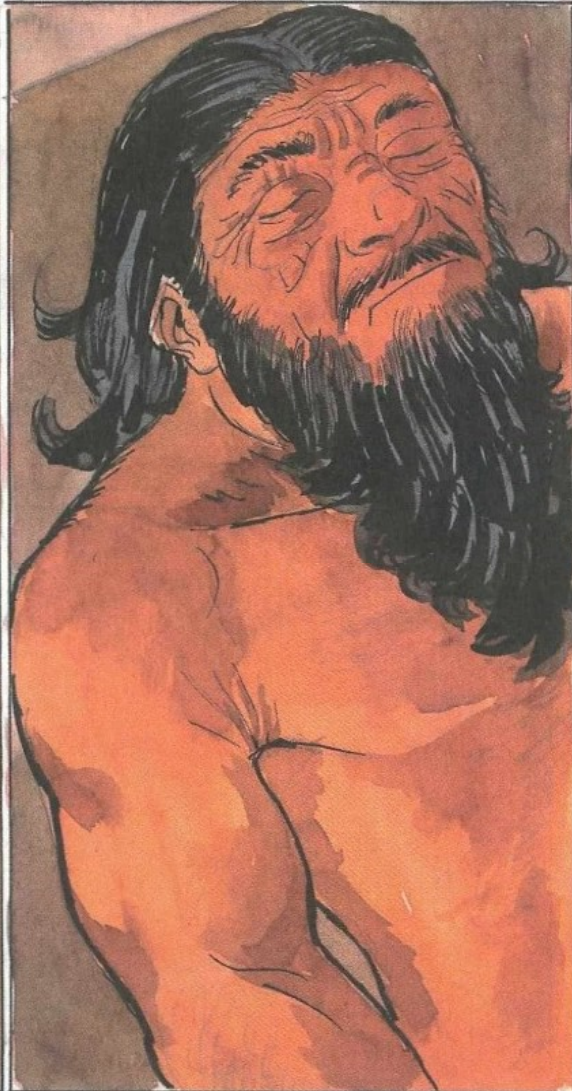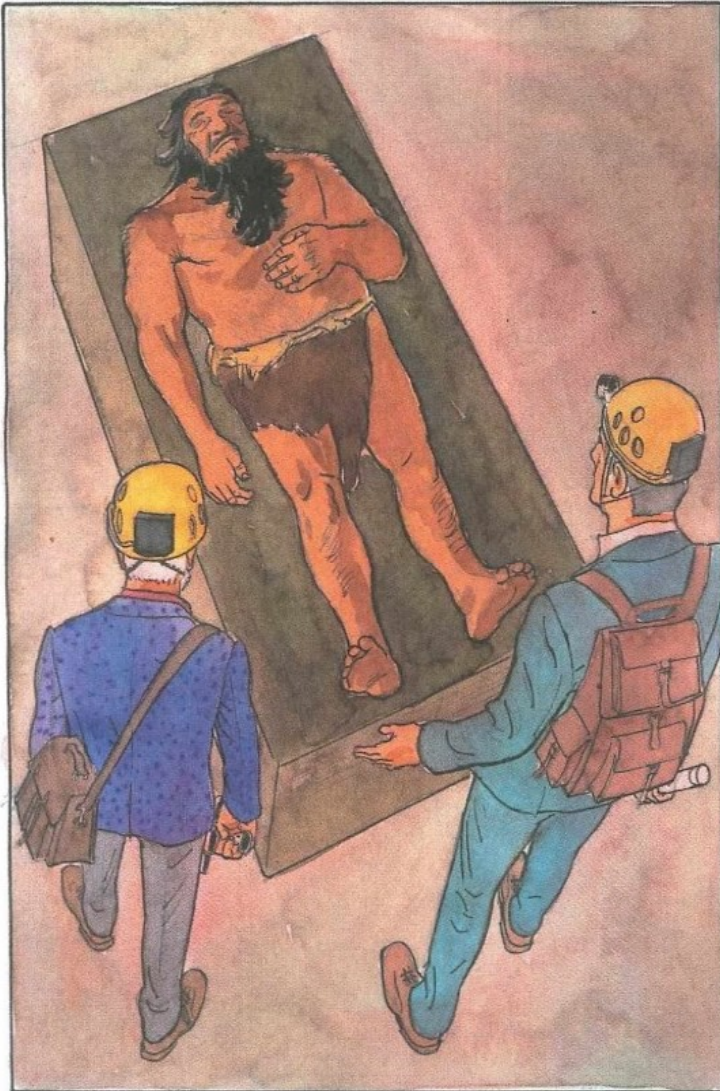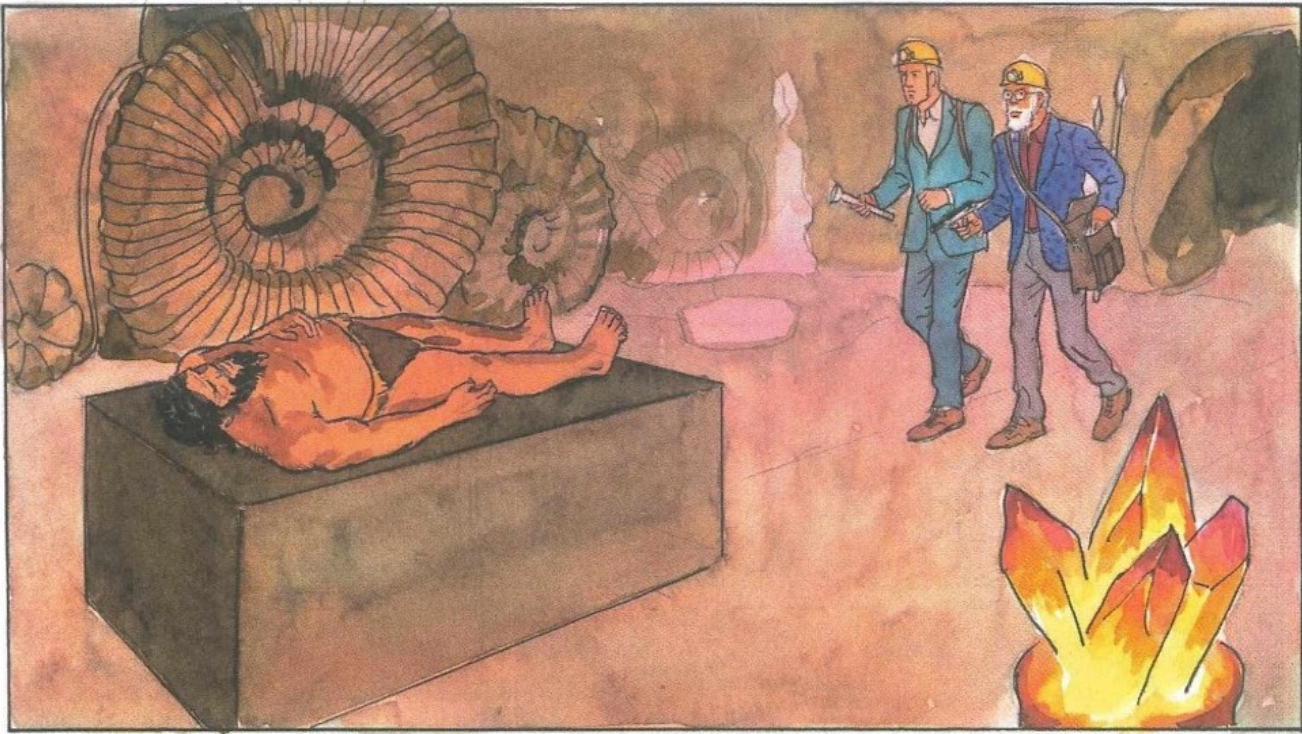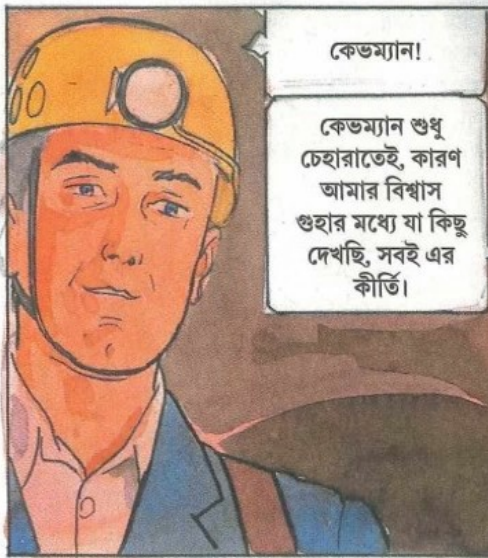
কেভম্যান!
কেভম্যান শুধু চেহারাতেই, কারণ আমার বিশ্বাস গুহার মধ্যে যা কিছু দেখছি, সবই এর কীর্তি।
শ্যাঙ্কস। ওটা কী লেখা আছে, পড়তে পারছ?
ফরমুলা স্টাডি করে বুঝতে পারছি। ...আশ্চর্য!
লিখছে— আর সবাই মরে গেছে। আমি আছি। আমি থাকব। আমি একা। আমি অনেক জানি।
আশ্চর্য!
আরও জানব। জানার শেষ নেই। পাথর আমার বন্ধু। পাথর আমার শত্রু।
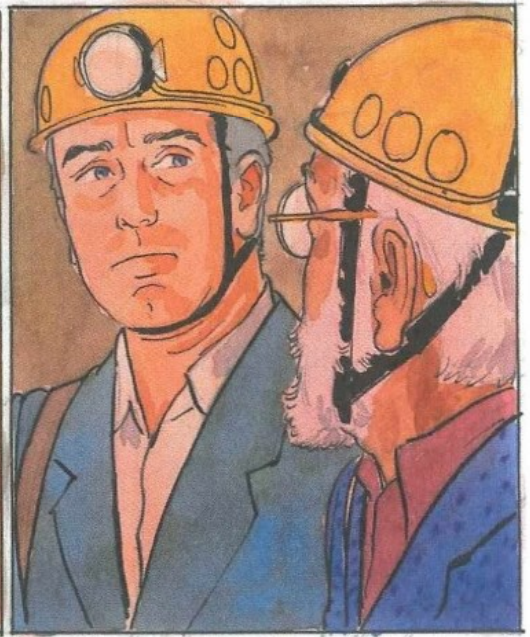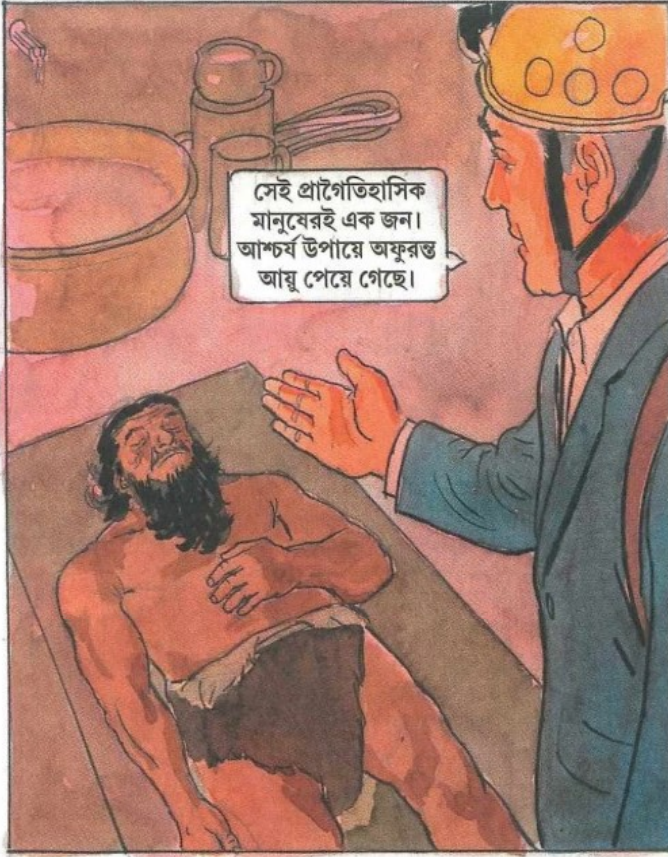
সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরই এক জন। আশ্চর্য উপায়ে অফুরন্ত আয়ু পেয়ে গেছে।
হুঁ, আর হাজার হাজার বছর ধরে জ্ঞান অর্জন করে চলেছে। কেবল চেহারাটা রয়ে গেছে সেই গুহাবাসী মানুষের মতো।
কিন্তু শেষের দুটো কথার কী মানে বুঝলে? পাথর যে এর বন্ধু, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু শত্রু বলতে কী বুঝেছে জানি না।
...এ সুযোগ তো আর আসবে না।
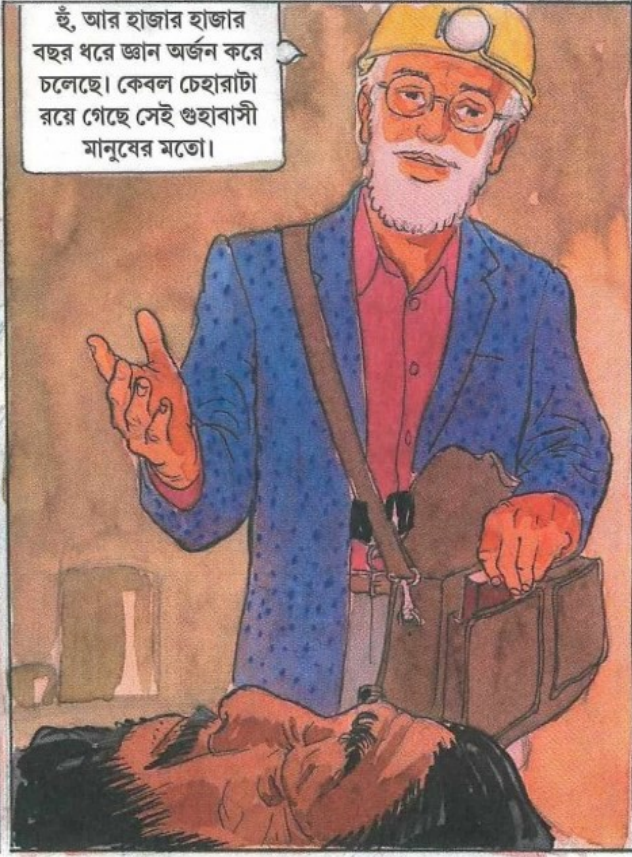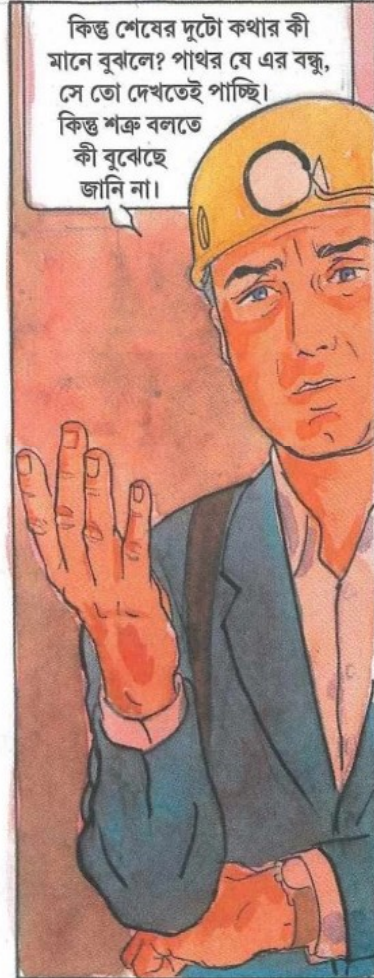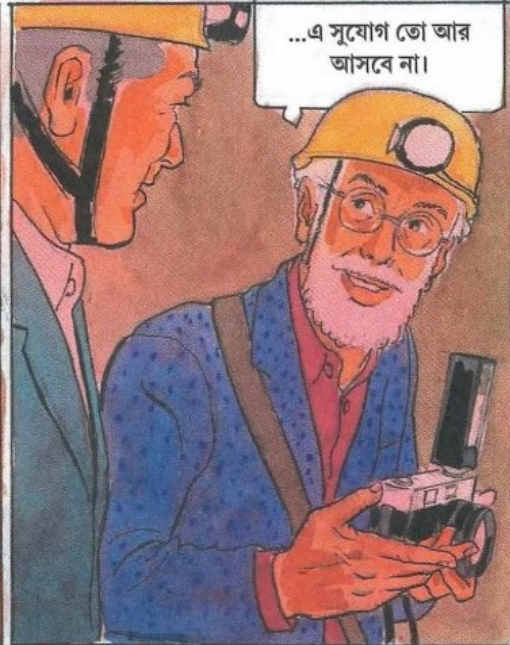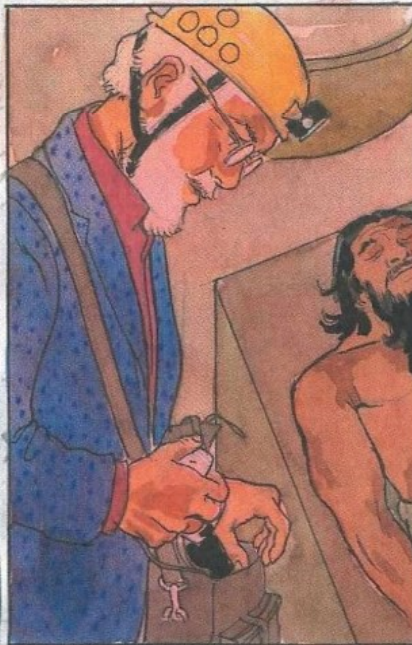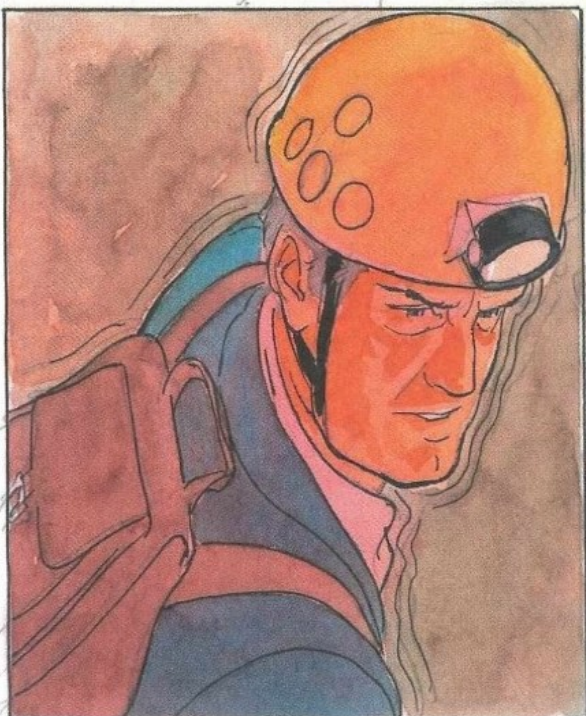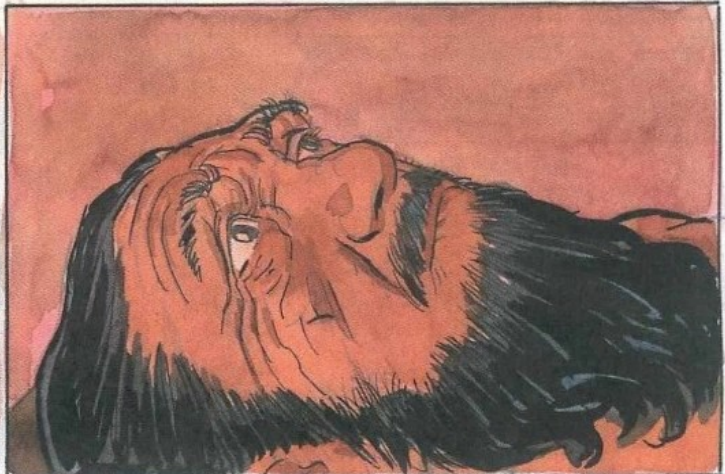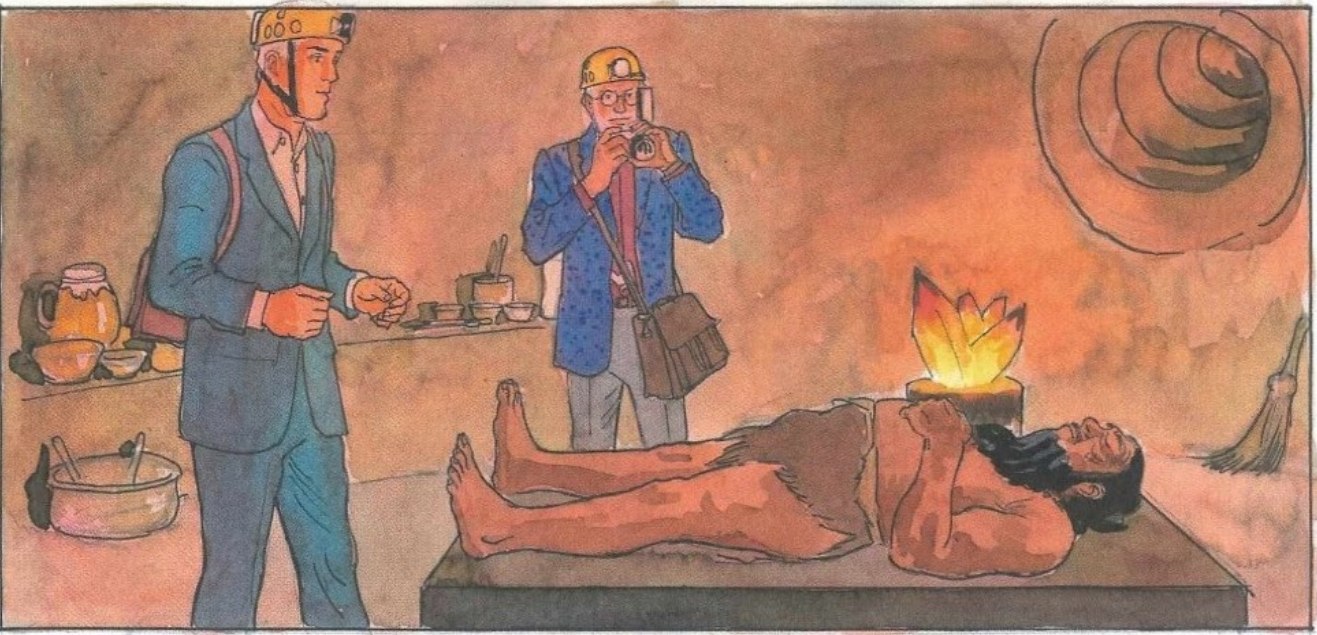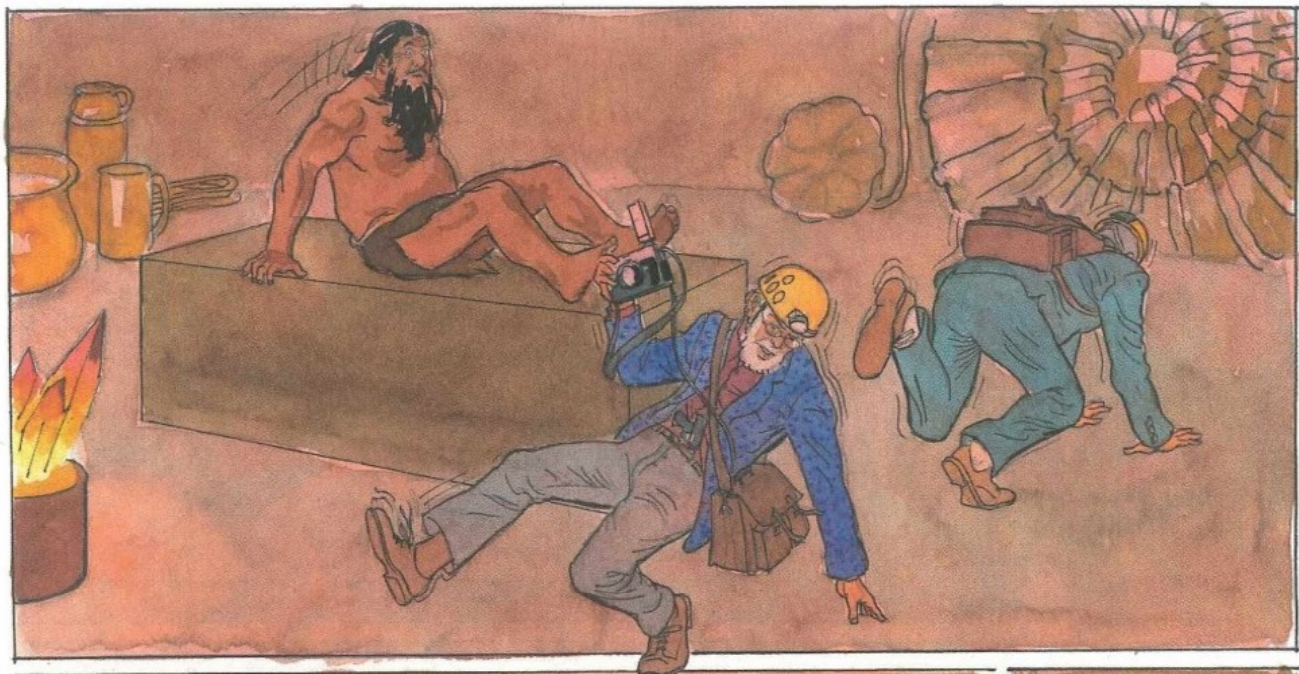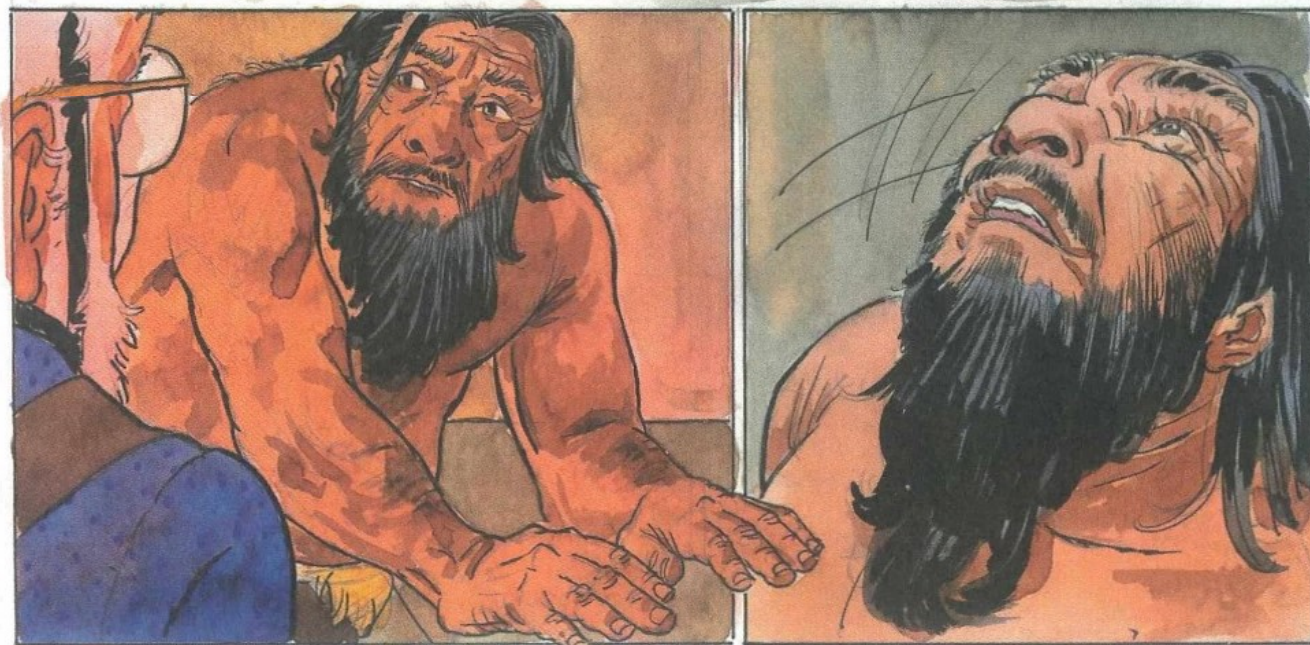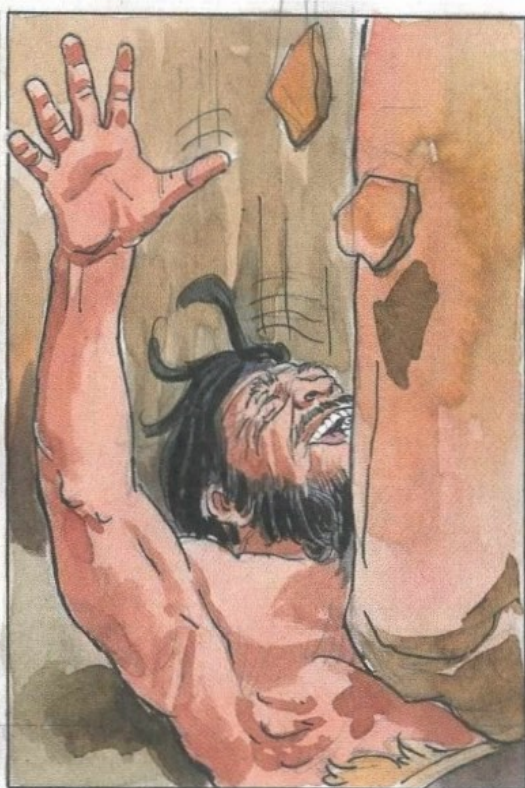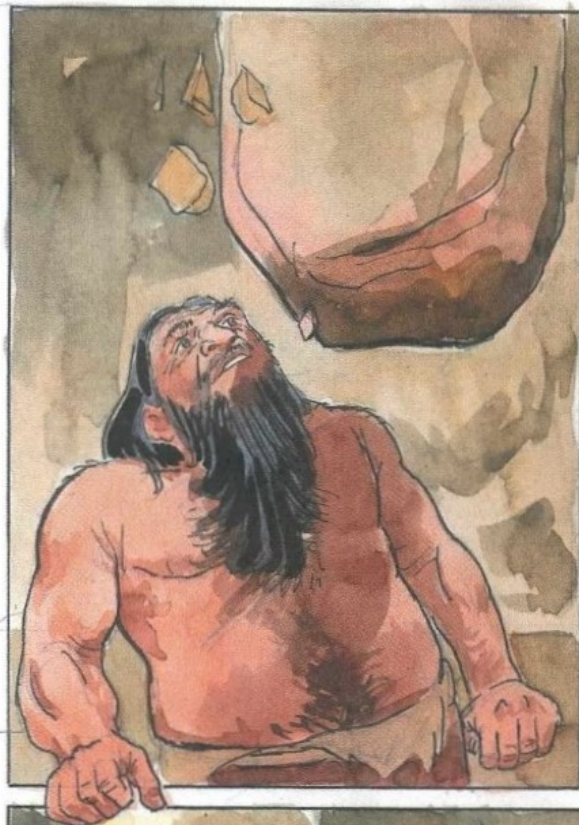
ওয়াচ আউট!

এখনও হামাগুড়ি
দেওয়া বাকি।

কী হল? এত আলো?

ভূমিকম্পে দেওয়াল
ফেটে বাইরে
যাওয়ার নতুন পথ
তৈরি হয়েছে।

এ বার কোন
দিকে?

অ্যান্ডিজ়... আমাদের
যেতে হবে ওই দিকে।

ও ও য়া য়া
আঁ আঁ

গুহার আসল মুখ। ওখানে যেতে হলে ঘুরে যেতে হবে।

মিগুয়েলের গুহার মুখের নীচেই থাকার কথা।

আঁ আঁ আঁ আঁ

মিগুয়েল কি চলে গেল?

ওই জন্তুটাকে দ্যাখো।
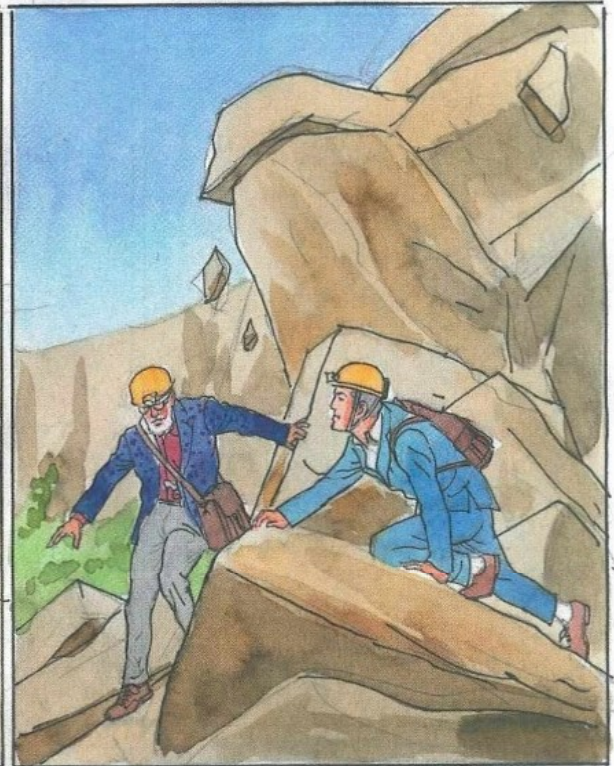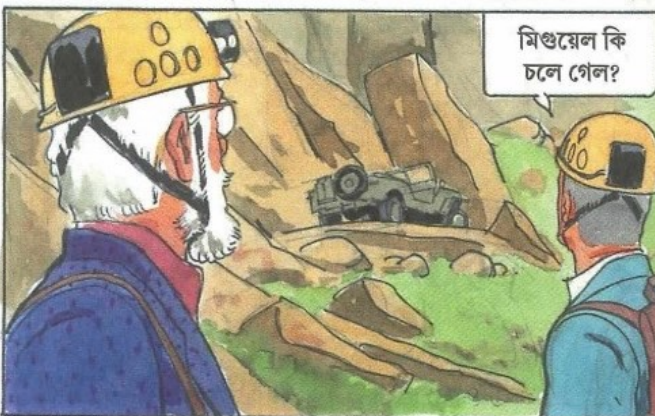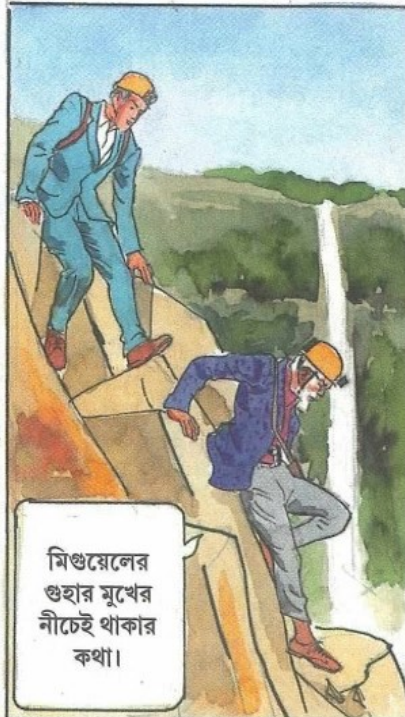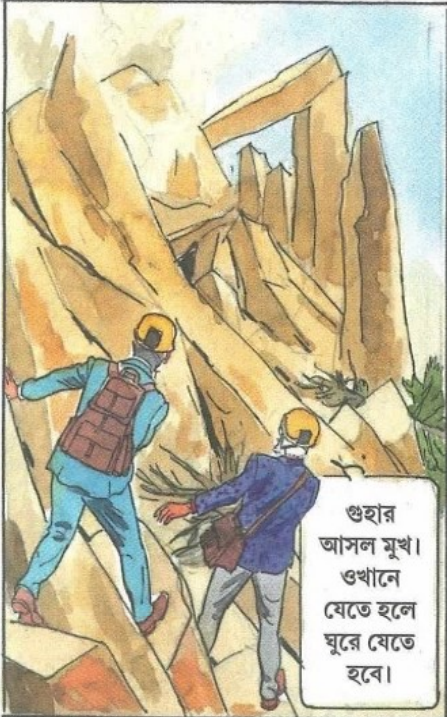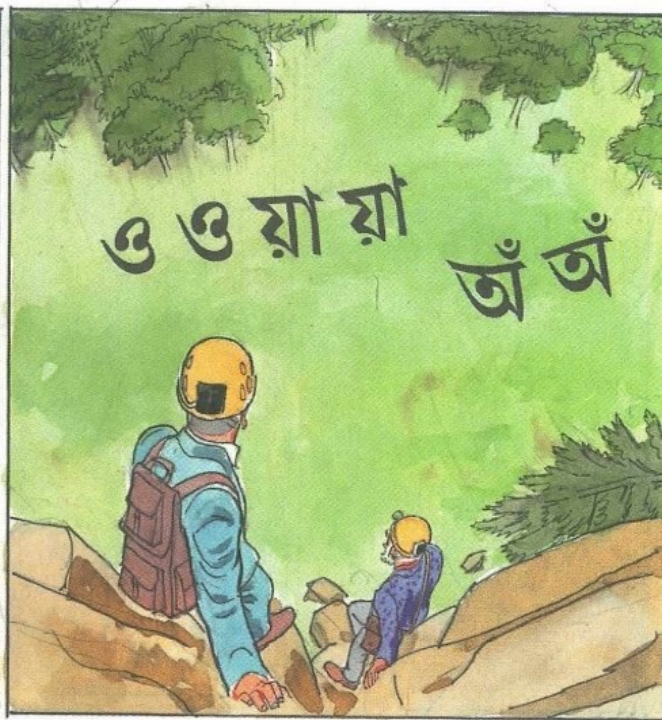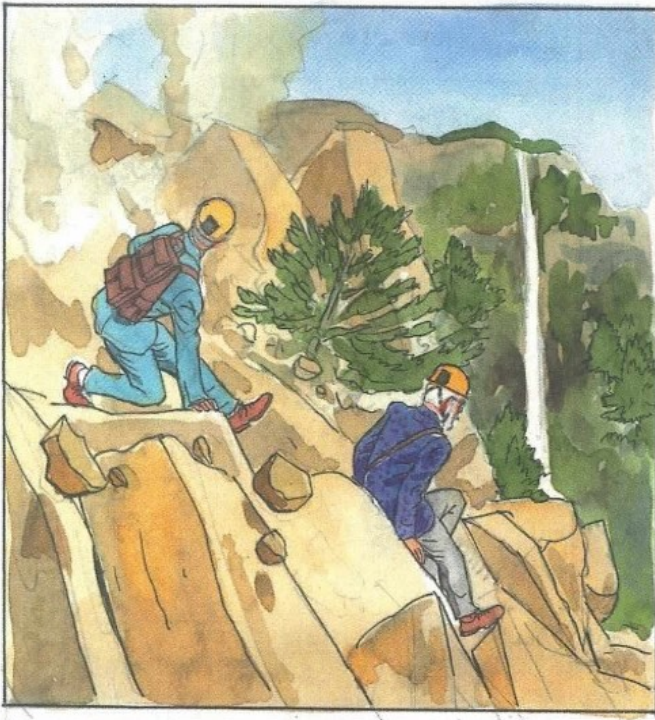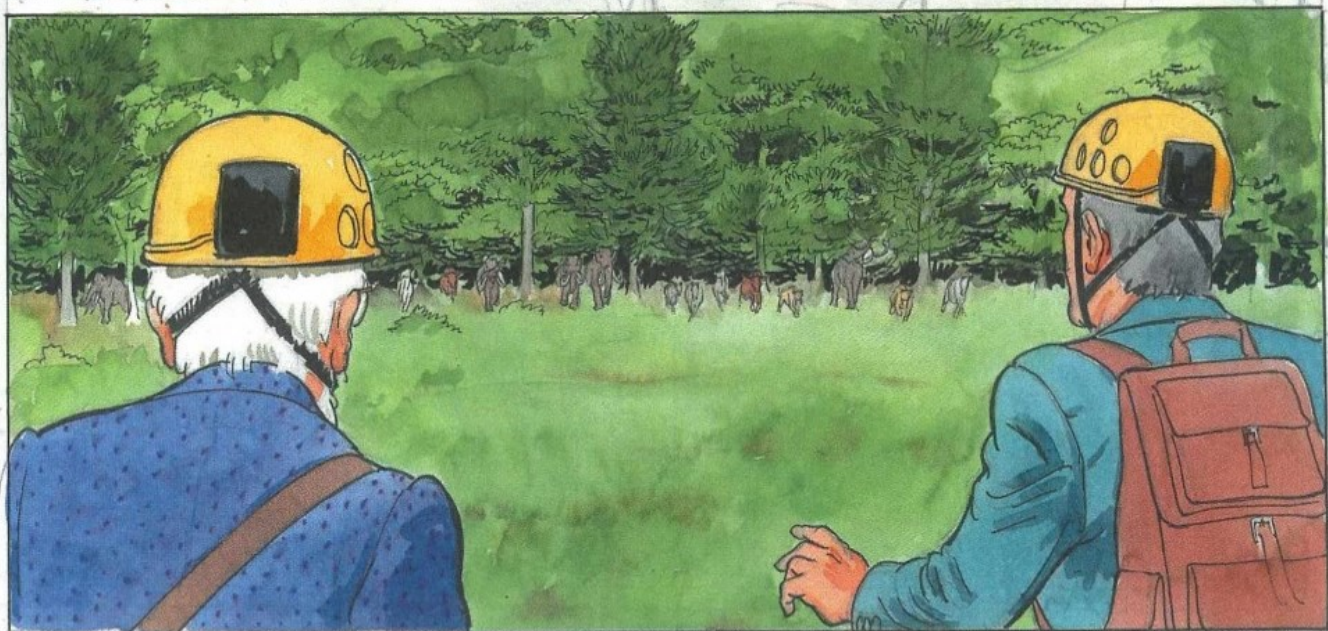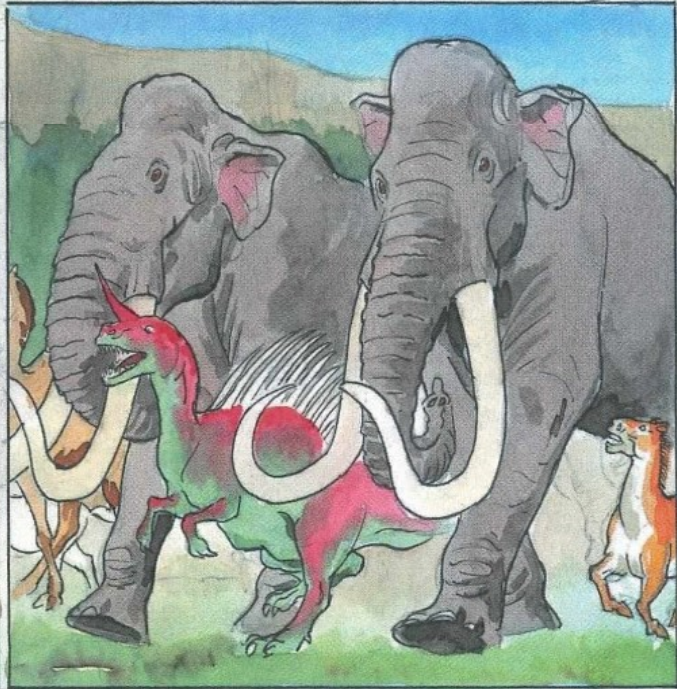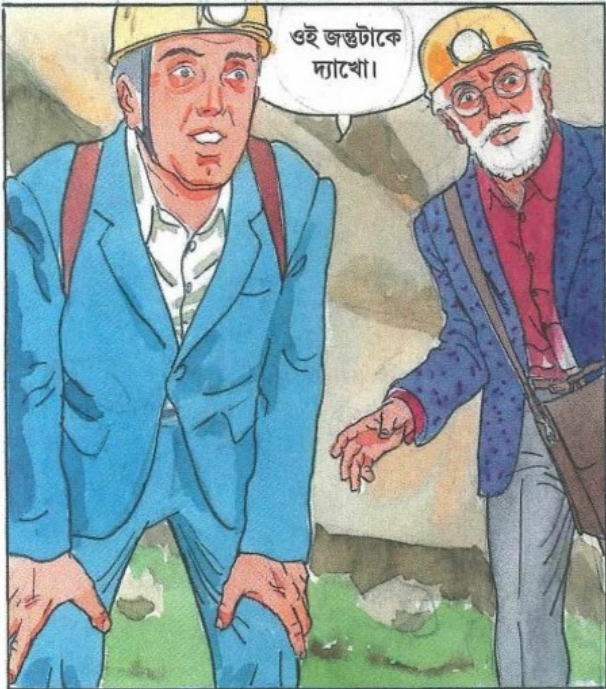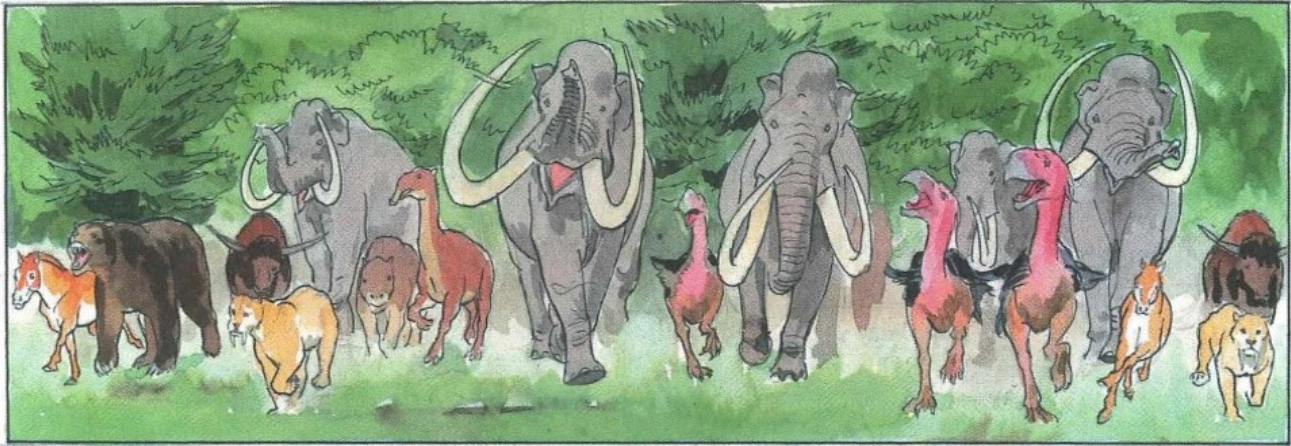
দিস ইজ় দি এন্ড!

সিনিওর, চলে আসুন।

এক বার দাঁতের
আকারটা দ্যাখো!

হিউগো,
চলো!

আবার
ভূমিকম্প!

পাহারের এ দিকে কম্পন নেই... আশ্চর্য!
ভাল চালিয়েছ, মিগুয়েল।

আবার সব ফিরে যাচ্ছে!

সিনিওর!
আর না!
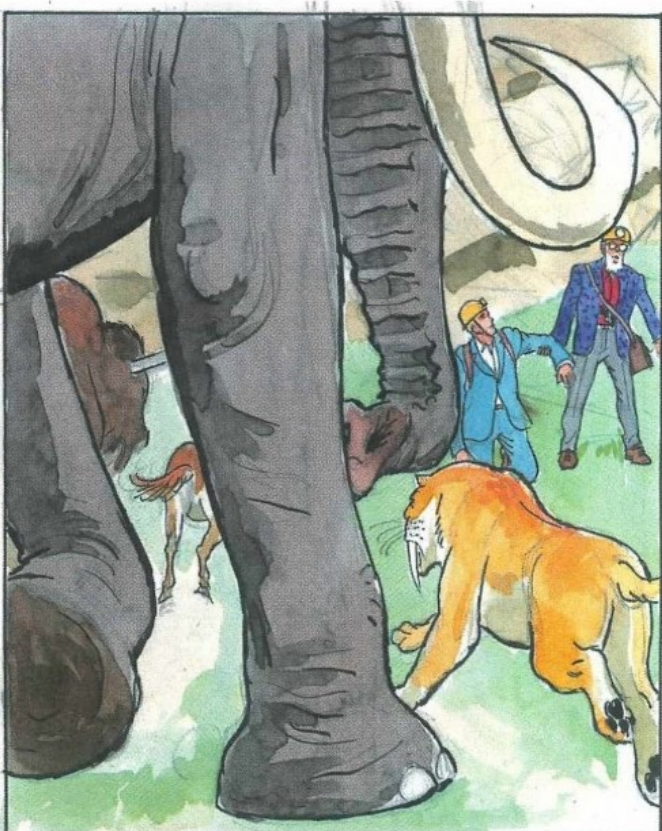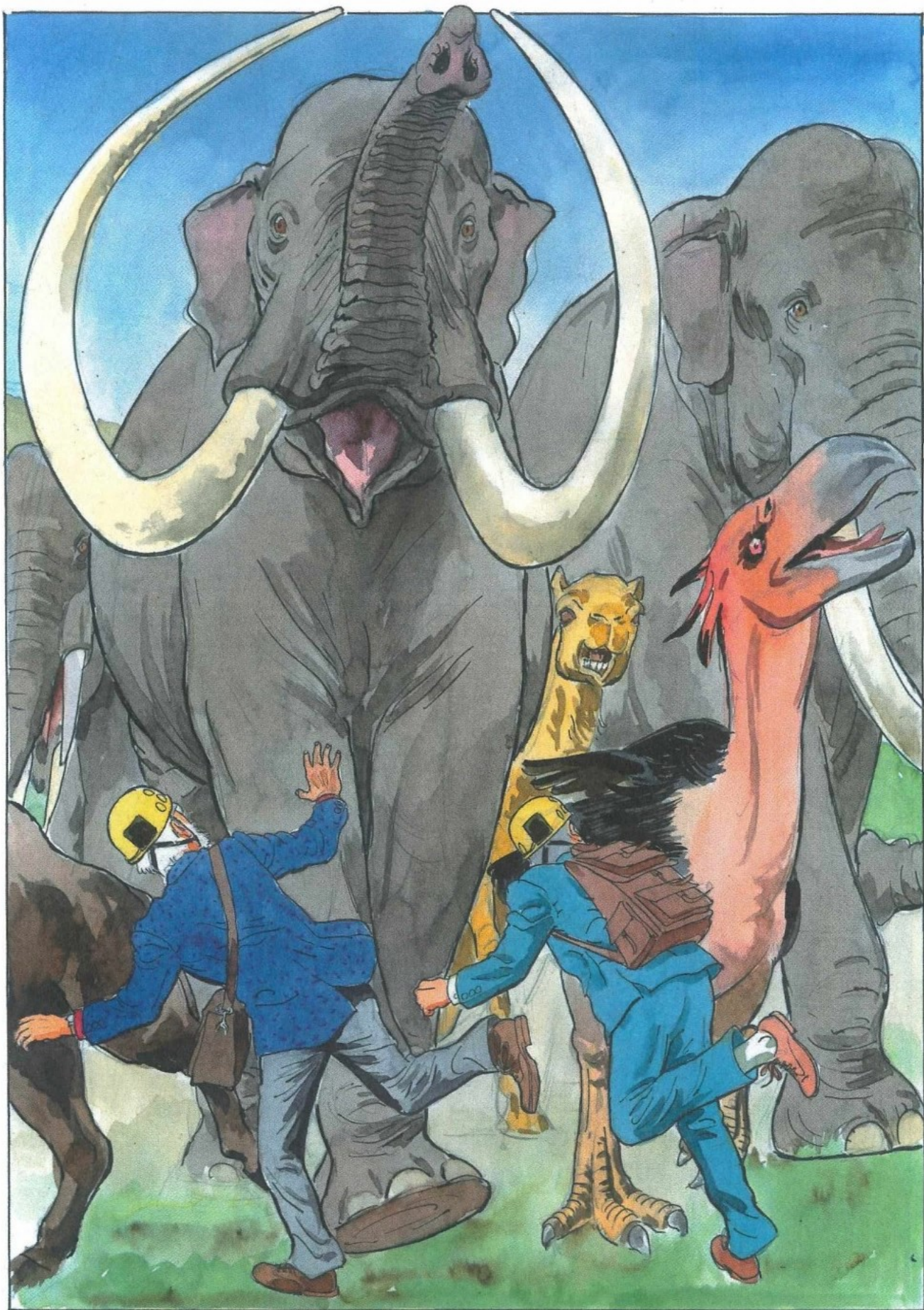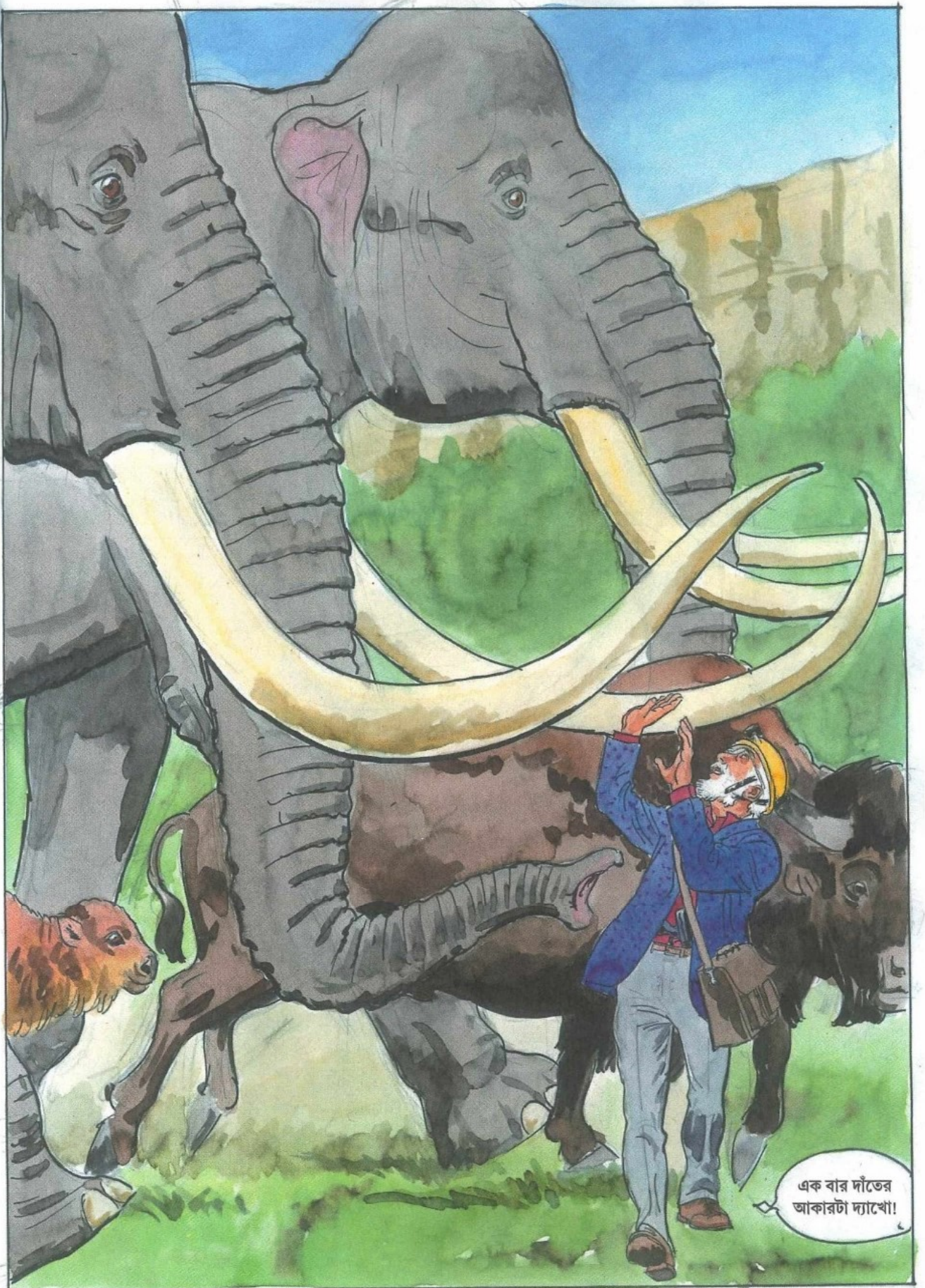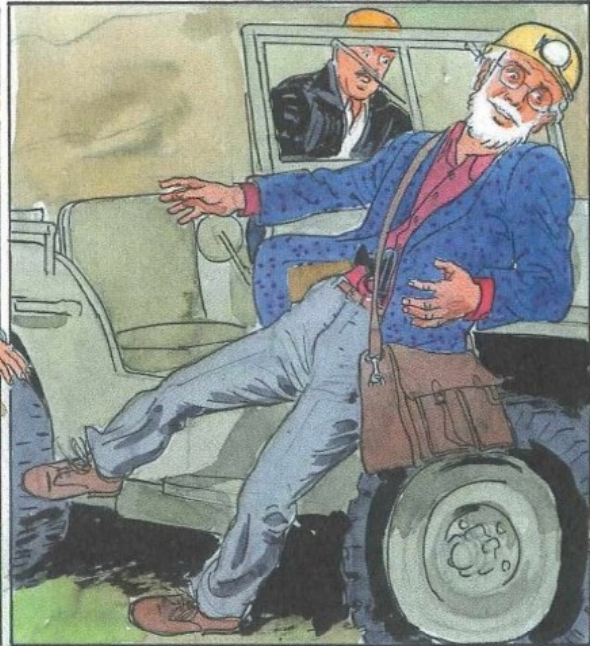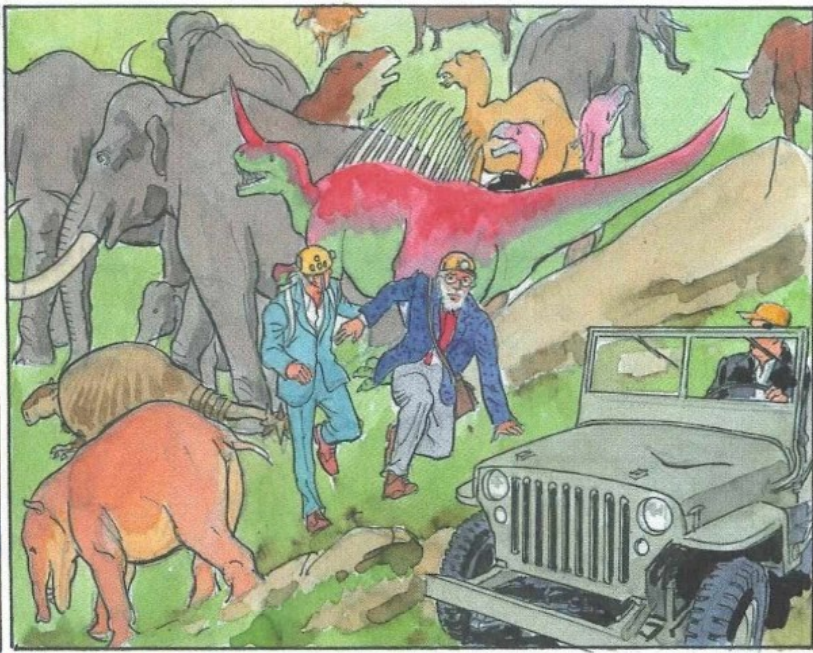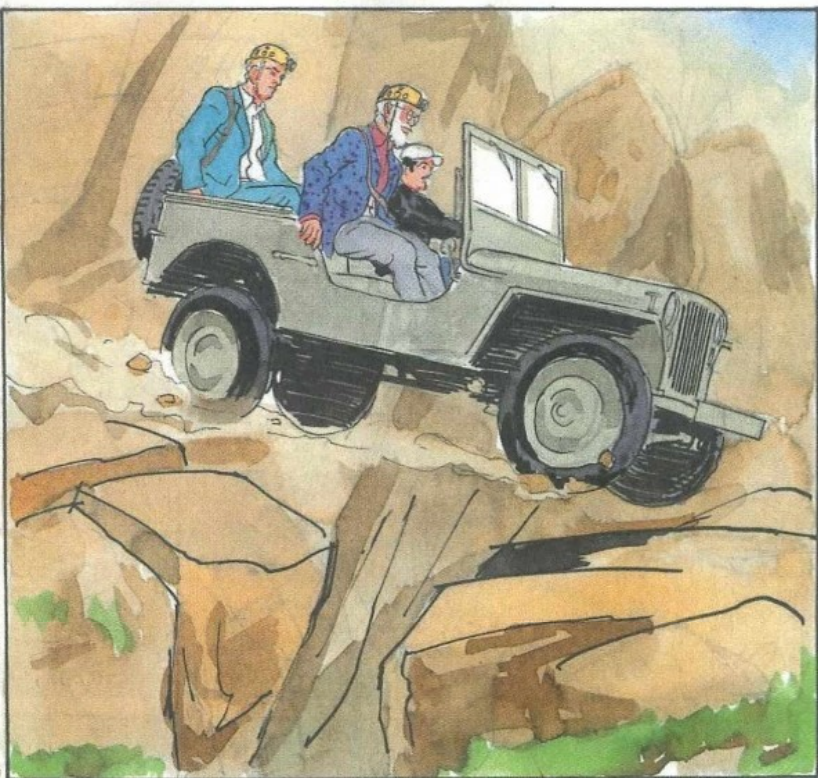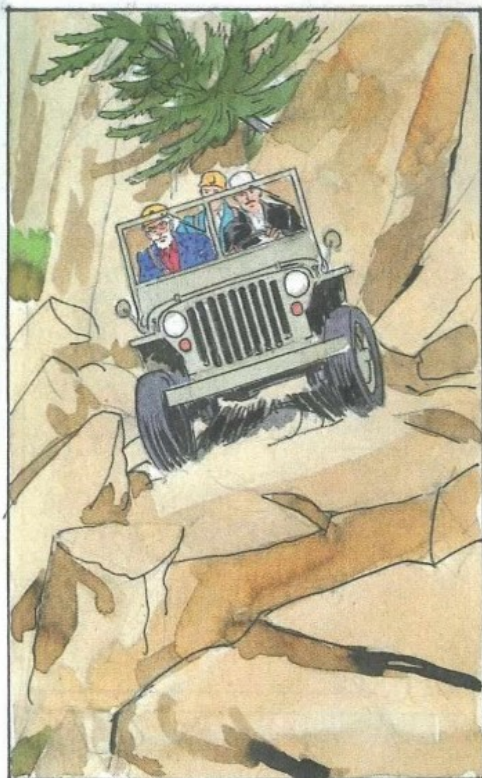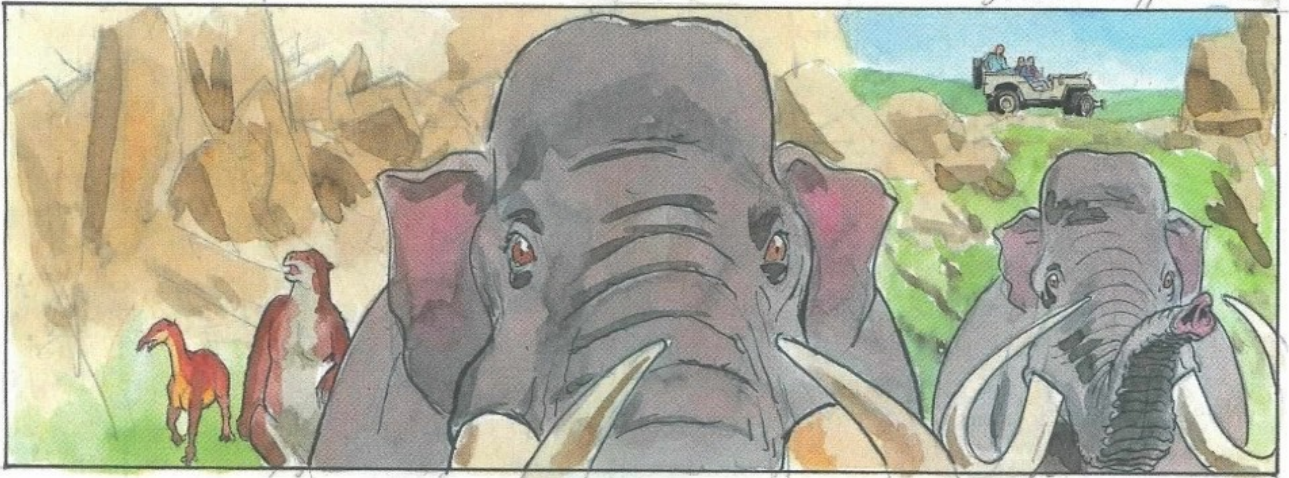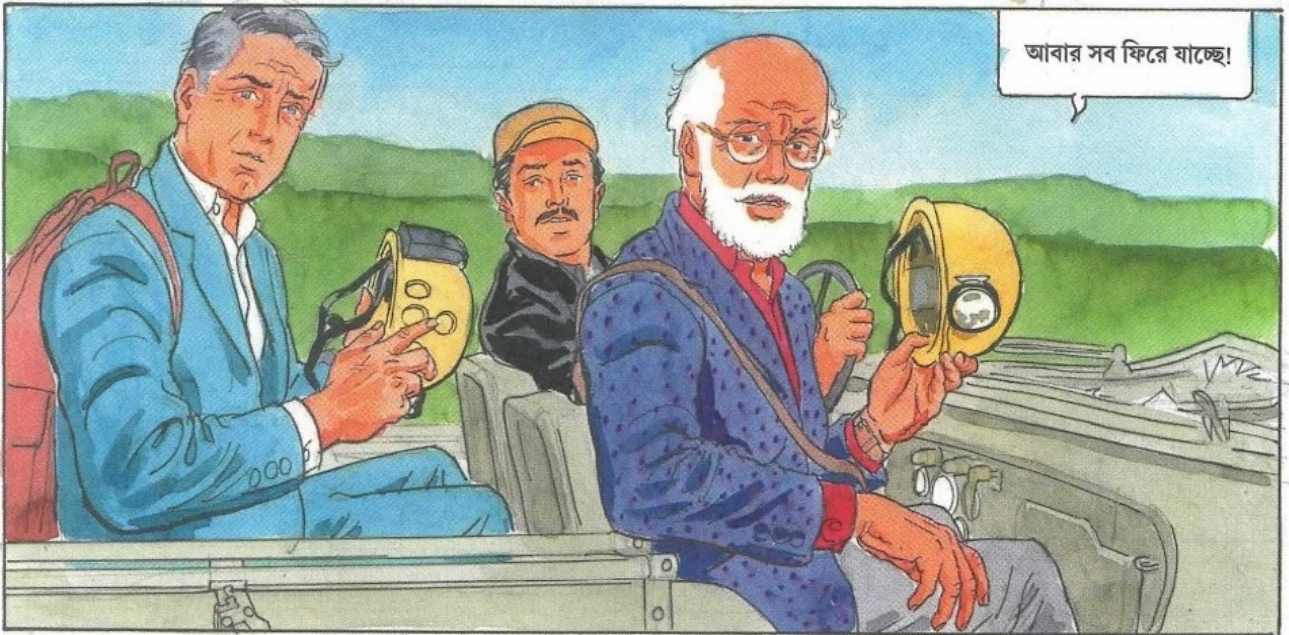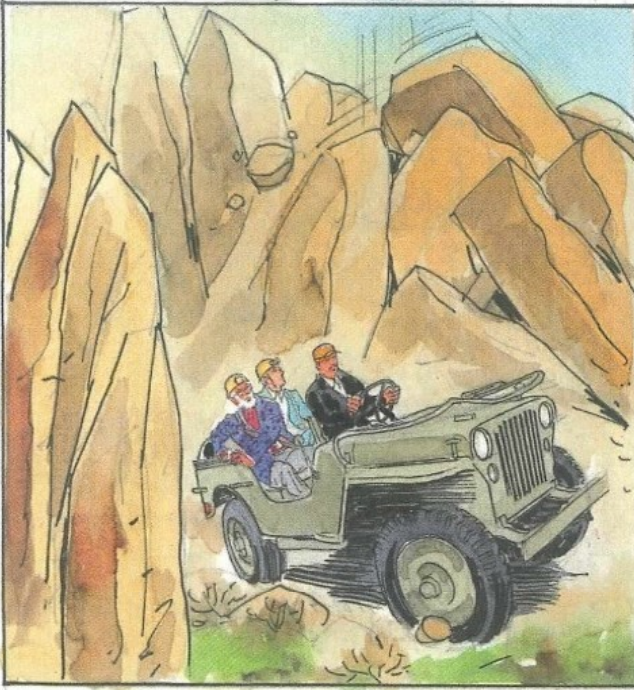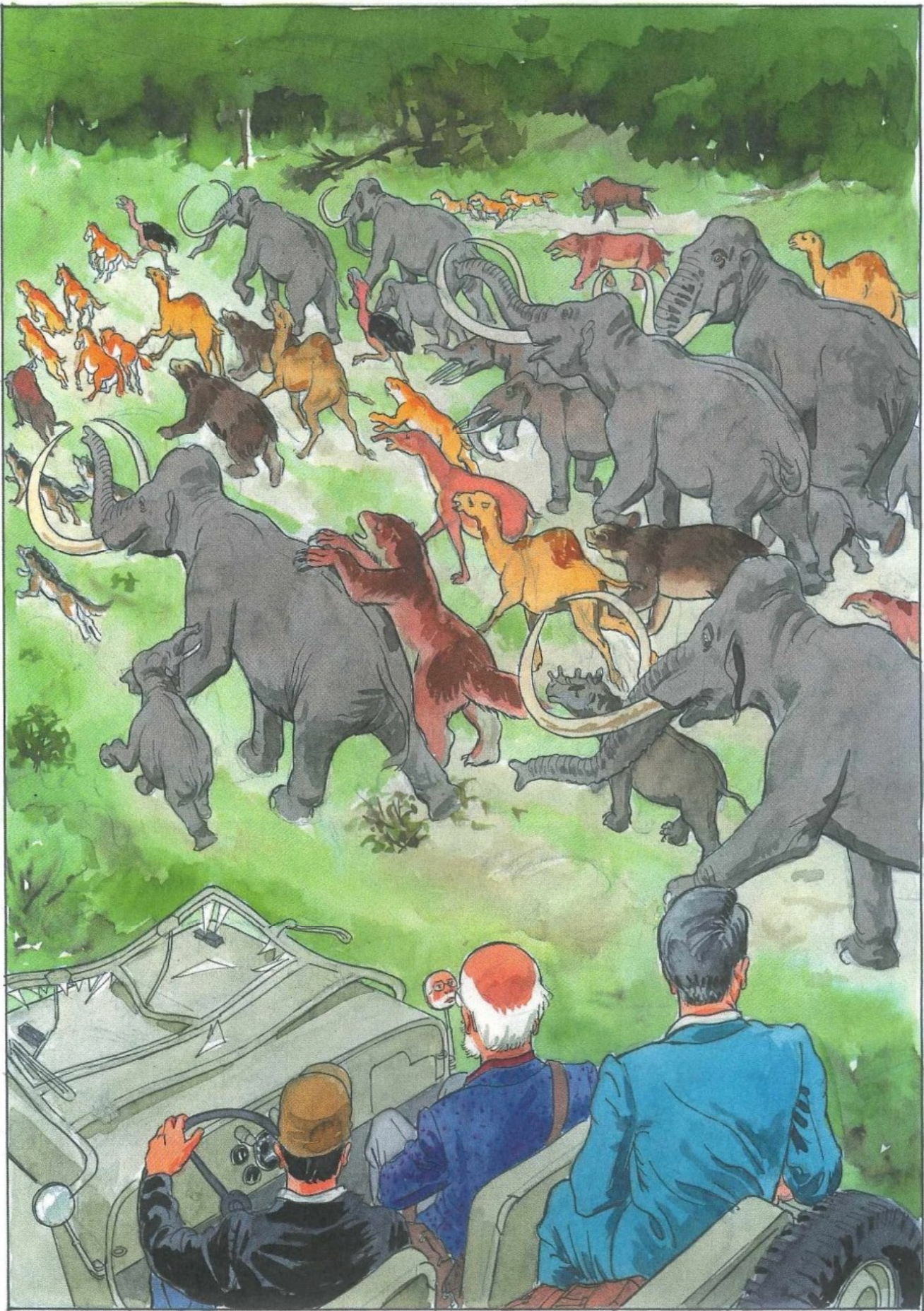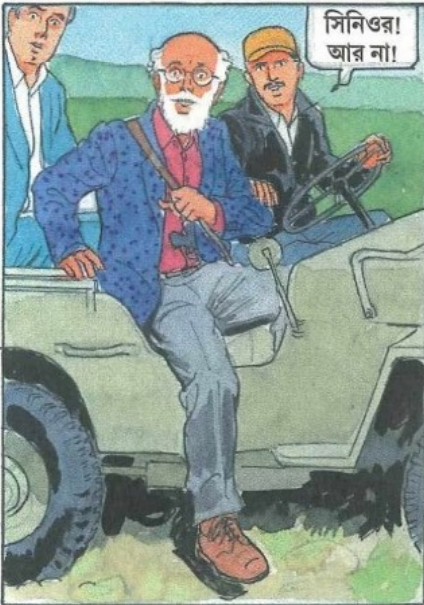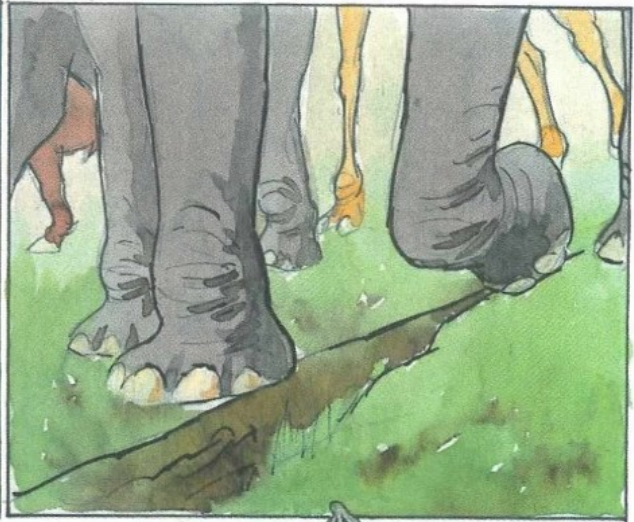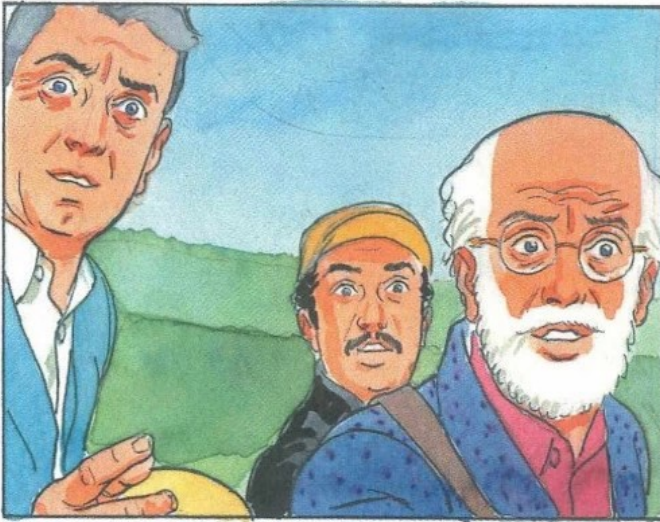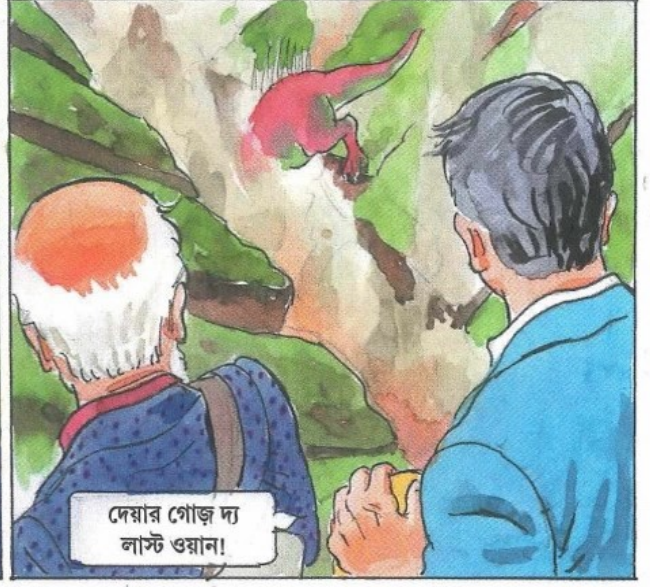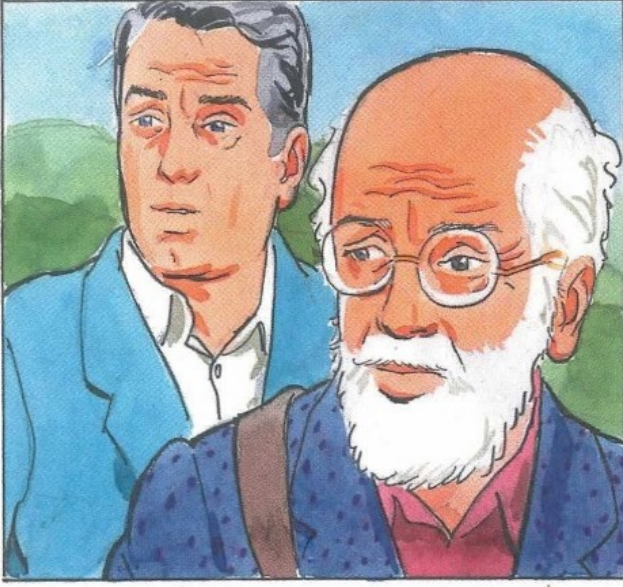
দেয়ার গোজ় দ্য
লাস্ট ওয়ান!

যা কিছু ছিল, তা চির কালের
জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।
শুধু রয়ে গেল
তোমার তোলা
ফটোগুলো।
আর এখানে
থাকা ঠিক
হবে না।
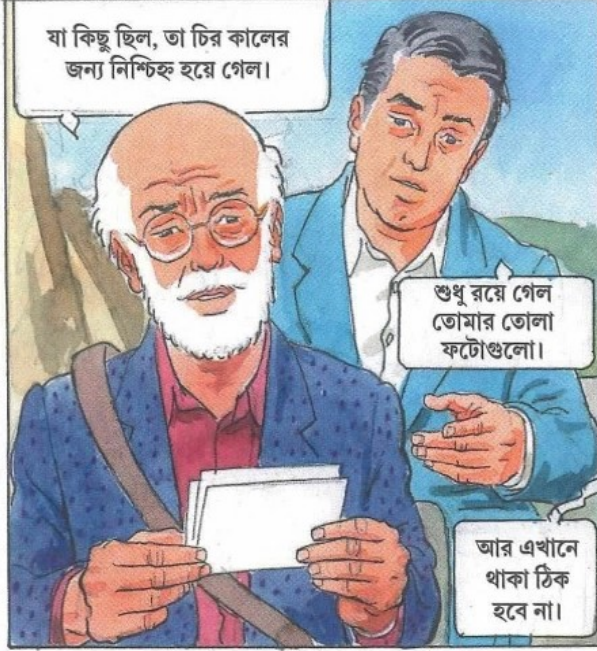
আমরাও ঠিক বলিনি, কর্ডোবাও ঠিক বলেনি। গুহাটা আদিমই বটে।
কিন্তু ছবি যে সম্প্রতি আঁকা, সেটাও ঠিক।

অভিজিৎ

সমাপ্ত